পবিত্র নারীরা

রিজিয়া রহমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ
খ্যাতনামা আলোকচিত্রী
সাইদা খানমকে
যাঁর স্নেহধন্য আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পবিত্র নারীরা

দূরের গাছের সারির পেছনেই পাহাড়, আঁকাবাঁকা সাদা বরফের টুপি পরা পাহাড়। এখন অবশ্য বরফের টুপিটা অত চোখে পড়ে না। ঝকঝকে রোদ উঠলে সাদা শিরা-উপশিরার মতো রেখাগুলো উজ্জ্বল ঝলক দেয়। কাল ওই পাহাড়ের শরীরে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেছে। বাতাসে ক্রমাগত ঢেউ তুলছে ঘাসবন। পনেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে রুমিতা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকেই শুরু হয়েছে ঘাসের বন, একেবারে যেন বিশাল একটা সবুজ হ্রদ। হ্রদের সবুজ ঢেউগুলো একের পর এক বয়ে চলেছে, সেই দূরের পাহাড় অবধি। পাহাড়ের কোলের কাছেই গাঢ় সবুজ গাছপালার সারি। ঠিক সেইখানেই শেষ হয়েছে এই অবারিত তৃণভূমি। সারাটা শীতে ঘাসগুলো মাটির গর্ভে চলে যায়। একটানা ঘুমে কাটায় মাসের পর মাস। তারপর শীত বিদায় নেয়। তৃণভূমির ঘুম ভাঙতে থাকে। বসন্তের শেষে তারা চমৎকার ঝরঝরে হয়ে বেড়ে ওঠে। হেলেদুলে গান গায়, বাতাসের ছোঁয়ার গান। সে গান অসম্ভব ভালো লাগে রুমিতার। এখন অবশ্য রুমিতা তৃণভূমির গান খুব একটা মনোযোগ দিয়ে শুনছে না। তার দৃষ্টি দূরের পাহাড়ে। কাল ওখানে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেছে। রুমিতা সুন্দরী। ওদের গোত্রের সবাই একথা বলে। শরীরের রং পাকা জলপাইর চেয়ে আরো একটু উজ্জ্বল। কিছুটা হলুদের আভা ঝলক দেয়। ভরাট জানু, শক্ত কঠিন পায়ের পেশি, বাহু দুটি আশ্চর্য কোমল। একটু চ্যাপ্টা ধাঁচের মুখ, ভরাট ঠোঁট, সুডৌল গ্রীবা। এই বয়সেই সে পরিপূর্ণ যুবতীর দেহ পেয়ে গেছে। গোত্রের তার বয়সী সব ছেলে-মেয়ের মধ্যে রুমিতাই ভীষণ সাহসী, পরিশ্রমী।

সেই আশ্চর্য দৃশ্যটা রুমিতাই কাল প্রথম দেখেছিল। এক বোঝা জোয়ার তখন ভাজা হচ্ছিল গুহার সামনে, আগুনের কুণ্ডে। গুহার প্রবেশপথে আগুনের কুণ্ড সারা দিনরাতই জ্বলে। আগুন ওদের দেবতা। ওদের সঙ্গী সারাক্ষণের। রুমিতার নানি ছেলেবেলায় আগুন খুঁজে পাবার গল্পটা প্রায়ই বলত রুমিতাকে। রুমিতার মা হাচিনি আরা খালা মুংকিকে জোয়ার ভাজার কাজে সাহায্য করছিল গোত্রের আরো কিছু মেয়ে। পুরুষেরা একটু দূরে বসে ওদের পাথরের অস্ত্রগুলো ঘঁষে ধারাল করছিল। ছোট ছেলে-মেয়ের দল ছোটাছুটি খেলছে সামনেই। রুমিতা বসেছিল একটু দূরেই পাথরের ওপরে। ঝকঝকে বিশাল আকাশজুড়ে জ্বলছে অসংখ্য তারা। তারাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে চলেছে বাঁকা এক ফালি চাঁদ। যেন সরু একফালি তরমুজ। তরমুজের কথাটা ভাবতেই ভালো লাগল রুমিতার। তাদের এই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে গেলে সরু একটা খাদ। বসন্তের শেষে খাদে জমে থাকা জমাট বরফ গলতে শুরু করে, তারপর ছলছলে এক নদী হয়ে বয়ে যায়। নদীর পাড় ধরে কিছুটা হাঁটলেই বালিয়াড়ির প্রান্তরের শুরু। সেখানে অসংখ্য তরমুজের লতা আপনিই গজিয়ে ওঠে। প্রচুর তরমুজ হয় ওখানে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে যখন নদীর পানি মরে যায়, তৃণভূমির ঘাস লালচে হয়ে নুয়ে পড়ে, রুমিতারা তখন ওই তরমুজ খেয়েই তো তৃষ্ণা মেটায়। তরমুজ ক্ষেতে কাল গিয়েছিল রুমিতা। তাজা লতাগুলোকে দেখে এসেছে। কিছুদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরেই ফুল ধরবে। রুমিতাদের গোত্রের প্রধান নারী সিঞ্জিনা বলেছে, এবার শীতের আগেই তারা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবে। নতুন গুহা খুঁজবে। এদিকে শীত খুব বেশি পড়ছে কয়েক বছর থেকে। সিঞ্জিনার সেই প্রস্তাবটা ভালো লাগেনি রুমিতার। কোথায় যাবে তারা! এই বিশাল তৃণভূমির গান শুনতে শুনতেই তো সে বড় হয়েছে। এসব ছেড়ে যাবার কথা ভাবলেই তার কান্না পায়। আর ওই যে দূরের পাহাড়ের কোলে গাছের সারি, ওখান থেকে কতদিন ফল পেড়ে এনেছে রুমিতা সঙ্গীদের নিয়ে। গাছে চড়ে মৌমাছির চাক ভেঙে এনেছে। হালকা জ্যোৎস্নায় দূরের পাহাড় আর গাছের সারি অস্পষ্ট কুয়াশার রেখা হয়ে গেছে এখন। সেদিকেই তাকাল রুমিতা। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। ও কী! কী ওগুলো!

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেল রুমিতা। শরীরের পেশি শক্ত টান টান হলো। যেন সামনে শত্রু অথবা কোনো লোভনীয় শিকার। একাগ্র মনোযোগে দূরের দৃশ্যটা আবার দেখল। পাহাড়ের শরীরে অনেকগুলো আগুনের গোলক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয় আকাশের তারাগুলো খসে পড়েছে মাটিতে। কিন্তু কী ওগুলো? শত্রু? অপদেবতা? নাকি আরো ভয়ংকর কিছু?

নিজের অজান্তেই সাংকেতিক চিৎকার দিয়ে বসল রুমিতা। সঙ্গে সঙ্গে গুহার সামনে আগুনের আভায় লালচে অবয়বগুলো এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। শিশুদের ধরে গুহায় ঢুকিয়ে দিল মায়েরা। জোয়ার ভাজা বন্ধ হলো। তরুণী আর যুবতী মেয়েরা গুহায় ঢুকে পড়ল। গোত্রের শক্তিশালী পুরুষেরা পাথরের অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে গেল গুহার সামনে। গুহার ভেতর থেকে মুখ বাড়াল রুমিতার মা হাচিনি—রুমিতা। রুমিতা কই? তাকে তো দেখছি না, গুহায় সে নেই!

রুমিতা গুহায় যায়নি। পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্থির হয়ে ছিল। আশ্চর্য! সেই আগুনের গোলকগুলো একটু পরেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, আর তাদের দেখা গেল না। দূরের পাহাড় ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় ঢাকা। তাহলে কী দেখল রুমিতা একটু আগে! দৃষ্টি ভুল করেনি তো! গোত্রের শক্তিশালী বিজ্ঞ পুরুষ হান এসে দাঁড়াল রুমিতার পাশে—রুমিতা! তুই এখানে? ওদিকে তোর মা তোকে না দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে। যা গুহায় যা। হানের উপস্থিতি লক্ষই করেনি রুমিতা। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দূরে। মৃদু ঠোঁট নড়ল তার—কোথায় গেল? কোথায় লুকোল?

হান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল রুমিতাকে। রুপালি জ্যোৎস্না ঝিলিক দিচ্ছে ওর টান-টান মসৃণ হলুদ ত্বকে। বাতাসে চুল উড়ছে। কোমর থেকে জানু পর্যন্ত লম্বা ঘাসের পোশাক ঝিকমিক করে জ্বলছে চাঁদের আলোয়। আশ্চর্য কোমলতা ছড়িয়ে পড়ল হানের বুকে। গোত্রের এই সুন্দরী মেয়েটি কাছে এলেই তার বুকে এমন আবেগ ঢেউ ভাঙে। কেন? ও কি তার সন্তান? হাচিনি অবশ্য দাবি করে রুমিতার বাবা হান। অন্য কেউ নয়। খুব নরম ছোঁয়ায় রুমিতার হাত ধরল হান—আয় নেমে আয়। গুহায় চল। এখানে দাঁড়ানো এখন নিরাপদ নয়। এখুনি হয়তো কোনো শত্রু এসে হানা দেবে। তুই তো সবার চাইতে সুন্দরী। তোকে নিয়েই চিন্তা।

এতক্ষণে হানকে দেখল রুমিতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বস্তির হাসি ঝিলিক দিল তার ঠোঁটের কোণে—আর ভয় নেই। মনে হয় এখন আমরা নিরাপদ।

পাথরের ওপর থেকে নেমে এলো রুমিতা। হানের হাত ধরে গুহার দিকে হাঁটতে-হাঁটতে একটু আগে পাহাড়ের শরীরে ফুটে ওঠা দৃশ্যটার কথা বলল। মন দিয়ে শুনল হান। গম্ভীর হয়ে গেল। রুমিতাকে কিছু বলল না। রাতে মায়ের কাছেও ঘটনাটা বলল রুমিতা। হাচিনি রুমিতাকে বুকের কাছে টেনে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকাল—নিশ্চয়ই অপদেবতা। ভূত-প্রেত। আমাদের গোত্রের অনিষ্ট করার চেষ্টায় ঘুরছে। কাল সিঞ্জিনাকে বলব ভূত পূজার ব্যবস্থা করতে।

রাতটা নিরুপদ্রবেই কেটেছে। আকাশ কালো করা মেঘ ঝড় তোলেনি। ভূমিকম্পের ধাক্কায় থর থর করে কেঁপে ওঠেনি পাহাড়। বালিয়াড়ির ওদিক থেকে বালির মেঘ নিয়ে উড়ে আসেনি কোনো মরুর হাওয়া। হিংস্র নেকড়ের পাল এসে ঘিরে ধরেনি গুহা । কাল অবশ্য গোত্রের সাহসী যোদ্ধা পুরুষগুলো সজাগ ছিল। সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল বাইরে। গুহার সামনে আগুন দেবতার লকলকে শিখা আরো জোরাল হয়ে জ্বলেছে কাল সারারাত। বিশাল তৃণভূমিতে একটানা হাওয়ার গান ছাড়া গুহার মানুষের আর কিছুই শুনতে পায়নি।

তারপর আঁধার কেটে গেছে। নির্বিঘ্ন বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে প্রভাত সূর্যের তরুণ আলো। গুহার মানুষেরা উদ্বেগহীন দৃষ্টিতে তাকিয়েছে দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমিতে, স্থির পাহাড়ের চূড়ায়। কোনো অশুভ সংকেতের চিহ্ন নেই কোনদিকে। প্রতিদিনের মতোই শুরু হয়েছে গুহাবাসীর ব্যস্ত দিন। পুরুষেরা গেছে শিকারে। মেয়েরা জোয়ারের ক্ষেতে। পাথরের অস্ত্রে শস্য কেটে বয়ে আনছে গুহায়। সিঞ্জিনা আজ সকালে উঠেই ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে, আর ক'দিন পরে যখন পাহাড়ের চূড়ার পেছন থেকে ভেসে উঠবে পূর্ণ চাঁদ তখনি হবে অপদেবতাকে তুষ্ট করার জন্য ভূত-পূজা। পূজার উৎসবের জন্য মধু জোগাড়ে রুমিতাকে যেতে হবে ওই দূরের পাহাড়ের ধারে। ওখান থেকেই মৌচাক ভেঙে আনবে সে।

এখন পাহাড়ের রোদমাখা শরীরে তাকাল রুমিতা। কাল ওখানে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিল রুমিতা। সে কি এখন যাবে ওখানে মৌমাছির চাক ভাঙতে?

দুই

অপদেবতা তাড়াবার পূজা এই পূর্ণিমায় হলো না। দলনেত্রী সিঞ্জিনার প্রস্তাবে পূজার সময় ঠিক করা হলো শিকারের পরে। ক্ষেতে শস্য কাটা শেষ হয়েছে। পুরুষেরা শিকারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সময়েই দূরের পাহাড়ের জঙ্গলে লতানো শিংয়ের হরিণেরা নেমে আসে। খুরওয়ালা খরগোশের দল ছুটে বেড়ায় মাঠে। আরো উঁচু পাহাড় থেকে নামে চামরি গাই। চামরি গাইয়ের শিকারই হলো সব চেয়ে বড় শিকার। শিকারি পুরুষেরা চামড়ার থলেতে জোয়ার ভাজা আর ঝলসান বাজপাখির মাংস পিঠে বেঁধে নিয়ে শিকারে যায়। সঙ্গে নেয় পাথরের বল্লম, পাথর ছোড়ার দড়ি, ঘাসের দড়িতে বোনা ফাঁদ আর মশাল। শিকার করে ফিরতে তাদের অনেক সময় পার হয়ে যায়। গেলবার এই দিনে শিকারিরা শিকার করে ফিরছিল চার পূর্ণিমা কাটিয়ে, তবে শিকারও হয়েছিল ভালো। দু'দুটো চামরি গাই আর চারটে হরিণ মেরে ফিরেছিল শিকারিরা। শিকারের মাংসে যা চমৎকার ভোজের উৎসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল। চামরি গাইয়ের লোমে মেয়েরা তৈরি করেছিল সুন্দর সব পোশাক। চামড়া দিয়ে পুরুষেরা তৈরি করেছিল বরফের ওপর হাঁটবার পা-ঢাকা জুতো। রুমিতা চামরি গাইয়ের পশম বুনে নিজের জন্য তৈরি করেছিল শীতের চাদর। পশমের চাদর বুনবার কৌশল তাকে শিখিয়েছিল তার নানি-হাচিনির মা বুড়ি। বুড়ি এখন বেঁচে নেই। শীতও পড়েছিল সেবার প্রচণ্ড। এমন শীত কেউ কখনো দেখেনি। সেই শীতেই বুড়ি মরল। তুষারের ঝড়ের মধ্যে তার মৃতদেহটা ছুড়ে দেয়া হয়েছিল গুহার বাইরে। এক পাল ক্ষুধার্ত নেকড়ে নিমেষে মৃতদেহটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়ে ফেলেছিল। খুব দুঃখ পেয়েছিল রুমিতা।

রুমিতার খুব শখ আরেকটা চামরি চাদরের। এবার চামরি গাই শিকার হলে অনেকটা পশম সে একাই নেবে। সিঞ্জিনাকে কথাটা বলে রেখেছে। সিঞ্জিনা অরাজি হয়নি। হবেই বা কেন! রুমিতার মতো দারুণ দুঃসাহসী মেয়ে আর কে আছে এই গুহায়। সেই যে ক'দিন আগে মধুর চাক ভাঙতে গিয়ে ভয়ংকর এক বিপদ থেকে বেঁচে এলো রুমিতা। ভাবলে এখনো শরীরে কাঁটা দেয় তার। তারপরই রুমিতার কদর বেড়ে গেছে। শিকারি দলের প্রধান এবার হান। তাকেই আবদার জানাল রুমিতা— হান। এবার কিন্তু সবচাইতে বড় যে চামরি গাইটা তোমরা শিকার করবে সেটা আমার। সিঞ্জিনাকে বলে রেখেছি আমি।

হান তার অস্ত্র গোছগাছ করতে করতে হাসল—তুই তো আমাদের গোত্রের ভাগ্যবতী মেয়ে। তোর নাম নিয়ে শিকারে গেলে নিশ্চয়ই ভালো শিকার হবে। শিকারিরা চামরি গাই শিকার করতে যায় দক্ষিণের বড় পাহাড়ে। সেখানে নাকি বিশাল উঁচু পাহাড়ের চূড়া আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সারাক্ষণ মেঘ ছোটাছুটি করে, গর্জন করে লাফিয়ে-লাফিয়ে নামে পাহাড় থেকে। প্রবল স্রোতে বিরাট বিরাট পাথরের চাঙড় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হানের কাছে বসে সেই দক্ষিণের পাহাড়ি দেশের গল্প শুনছিল রুমিতা। কাল খুব ভোরে আকাশে শুকতারা নিভে যাবার আগেই শিকারিরা বেরিয়ে পড়বে। রাতে শিকারিদের মঙ্গলের জন্য আগুন দেবতার পূজা হবে। পূজার আগে গুহার দেয়ালে শিকারের ছবি আঁকতে হয়। আজ ক'দিন থেকেই গুহার আঁকিয়ে মেয়ে-পুরুষেরা ব্যস্ত ছিল সে কাজে। মেয়েরা পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে রঙিন নুড়ি পাথর কুড়িয়ে এনেছে। পাথরের চাঙড়ে সেগুলো গুঁড়ো করেছে। পুরুষেরা কাঠ-কয়লা দিয়ে শিকারের ছবি এঁকে তার ওপর রঙিন নুড়ির গুঁড়ো রং মাখিয়ে রং করেছে। তারপরের কাজ মেয়েদের। গুহায় শীতের জন্য জমিয়ে রাখা ভল্লুকের চর্বি আগুনে গলিয়ে সারাদিন আঁকা ছবিতে প্রলেপ দেয়া হয়েছে। তিন-চারদিন লেগেছে পুরো কাজটা শেষ করতে। গুহার ভেতর এক কোণে জ্বলছে মশাল। মশালের লাল আলোয় ছবিগুলো আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চর্বির প্রলেপে ঝকঝক করছে। হান যেখানে বসে তার বল্লমের ফলা ধারাল করছে ঠিক তার পেছনেই গুহার দেয়ালে যেন সজীব হয়ে আছে এক শিকারি পুরুষের ছবি, বর্শা ছুড়ে মারছে বিশালাকায় এক দাঁতাল বন্য বরাহকে।

ছবিটায় মুগ্ধ দৃষ্টি রাখল কিছুক্ষণ রুমিতা। এ ছবির রং রুমিতার কথা মতো লাল রং দিয়েছে আঁকিয়েরা। সিঞ্জিনা দেখে খুব হাসছিল। লাল রঙের মানুষ হয় নাকি কখনো! ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে পারে না সে। কথাটা চেপে গিয়েছিল রুমিতা। ঠিক ওই রঙেরই একটা মানুষ সে দেখছিল পাহাড়ের নিচের বনে মধুর চাক ভাঙতে গিয়ে। লোকটার শরীরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রং লালচে। মাথার চুলও লালচে। পরনে জানু পর্যন্ত ঝুলের হরিণের চামড়া। হাতে ধারাল বর্শা। পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছিল সে। ভীষণ অবাক হয়েছিল রুমিতা। লোকটার চেহারা মোটেই রুমিতার গোত্রের মানুষদের মতো নয়। তার গোত্রের মানুষদের রং বাদামি। কিছুটা হলুদ আভা মাখানো। মুখ চ্যাপ্টা। নাক চাপা। চোখ ছোট শরীরের গড়ন খাটো। জন্ম থেকে এ রকম মানুষই দেখে আসছে রুমিতা। অথচ এ লোকটা একেবারেই অন্য রকম। সুগঠিত দীঘল দেহ। খাড়া নাক। চোখ টানা, ভাসা ভাসা। শরীরের রঙে যেন আগুনের আভা ঝিলিক দিচ্ছে। এমন মানুষ রুমিতা কেন, রুমিতাদের গোত্রের কেউ কখনো দেখেছে বলেও সে শোনেনি। আত্মরক্ষায় পটু রুমিতা পলকে লুকিয়ে পড়েছিল তৃণভূমির বড় বড় ঘাসের ভেতরে। সেখানে থেকেই লক্ষ করছিল লোকটার গতিবিধি। রুমিতার ছুটে আসায় শরশর শব্দ উঠেছিল ঘাস বনে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। বর্শা উঁচু করে সাবধানি সতর্কতায় চারদিকে দৃষ্টি ফেলল। প্রচণ্ড ভয়ে ঘেমে উঠল রুমিতা। হাতে ধরা রয়েছে মধুর চাক। দু'চারটে মৌমাছি হুল ফুটিয়ে দিয়েছে হাতে। হুলের বিষে আগুনের হলকার জ্বালা ধরাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করল সে। লোকটা কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিরে গেল পাহাড়ের দিকে। তখনি ঘটল আরেক আশ্চর্য ঘটনা। পাহাড়ের দিকে হঠাৎ উঠল ভীষণ শব্দ। যেন পাহাড় ভেঙ্গে কিছু ছুটে আসছে। নিজের ওপর রেগে উঠল রুমিতা। নিজের দোষেই সে এখন ভয়ংকর বিপদের মাঝখানে এসে পড়েছে। কাল রাতে পাহাড়ের শরীরের সেই আগুনের গোলকের ছোটাছুটি নড়াচড়া দেখার পর কোন সাহসে সে একা এলো মধুর চাক ভাঙতে! অন্য মেয়েরা কেউ আসতে সাহসী হলো না। রুমিতার কী দরকার ছিল সাহস দেখিয়ে বলার—কেউ না যাক, আমি একাই যাব।

হাচিনি নিষেধ করেছিল—একা যাস না রুমিতা। যদি কোনো বিপদ হয়! রুমিতা বেপরোয়া—চারদিকে সূর্যের আলো। এখন আবার কী বিপদ হবে। হাচিনির ভয় কাটে না—বনে অনেক সময় ভাল্লুক আসে মধু খেতে। কালো চিতা বাঘ গাছের ডালে বসে শিকার ধরার আশায় থাকে। রুমিতা নির্ভয়ে হাসে—ওসবে আমি ভয় পাই না। আমার কাছে আগুন আছে।

নির্বিঘ্নেই তো কাজ শেষ করেছে রুমিতা। একা একাই শুকনো পাতা জ্বালিয়ে ধোঁয়া তৈরি করে মৌমাছি, তাড়িয়েছে। গাছের নিচে মশাল পুঁতে রেখে গাছে চড়েছে। একটার পর একটা চাক ভেঙে নামিয়েছে। ফেরার সময় ধোঁয়ার কুণ্ডলী মাটি চাপা দিয়ে নিভিয়ে ফেলবার সময়ই তো ওই অদ্ভুত লোকটিকে দেখা গেল পাহাড় বেয়ে নামতে। এতক্ষণে রুমিতা নিশ্চিন্ত হলো লোকটা নিশ্চয়ই অপদেবতা। এমন প্রচণ্ড পাহাড় কাঁপানো শব্দের মধ্যেও সে অনায়াসে উঠে যাচ্ছে পাহাড় বেয়ে। হঠাৎ এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যে রুমিতার শরীরের রক্ত জমাট বরফ হয়ে গেলে যেন। পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ছুটে চলেছে একদল জন্তু।

চামরি গাইয়ের মতো বাদামি কেশর তাদের ঘাড়ে। বাদামি রঙের মসৃণ টান-টান চামড়ায় রৌদ্রের আলো ঠিকরে পড়ছে। তীব্র গতিতে ছুটে চলে যাচ্ছে তারা। তাদের ছুটন্ত পায়ের দাপটে তৃণভূমি কেঁপে-কেঁপে উঠছে। আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল রুমিতার জন্য। সেই লাল লোকটি হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে জালের মতো ফাঁস পরান রশি ছুড়ে মারল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অব্যর্থ লক্ষ্য তার। দুটি পশু আটকা পড়ে গেল ফাঁদে। সামনের দুই পা শূন্যে তুলে বিকট চিৎকারে বাতাস কাঁপিয়ে তুলল পশুরা। ভয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল রুমিতা। মাথা তুলল না আর। বোধহয় জ্ঞানই হারিয়ে ফেলেছিল সে। কতক্ষণ এমনভাবে পড়েছিল বলতে পারে না সে। এক সময় মাথা তুলল। শান্ত বাতাস তৃণভূমিতে ছুটে বেড়াচ্ছে। ঘাসের আড়াল দিয়ে চারদিকে দৃষ্টি বুলাল রুমিতা। পশুগুলো নেই। সেই লোকটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না। সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। উঠে বসল রুমিতা। মশাল খুঁজল। মশালটা নিভে গেছে কখন জানে না সে। এতক্ষণে আবার নতুন করে ভয় পেল। আগুনের সাহস না থাকলে এত বড় তৃণভূমি একা সে পার হবে কেমন করে। ঘাসের ভেতর কোথায় ওত পেতে রয়েছে হিংস্র চিতা, দাঁতাল বন্য বরাহ কে জানে। মৌচাকের লোভে ভাল্লুকও এসে হানা দিতে পারে। ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল রুমিতা। মৌচাকগুলো পিঠে নিয়ে ঘাস বনে নিজেকে লুকিয়ে সাবধানে হাঁটতে শুরু করল। মৌমাছির কামড়ে দুই হাত ফুলে ব্যথায় টন-টন করছে। কিন্তু গুহায় তাকে ফিরতেই হবে। মধু না হলে পূর্ণিমার রাতে ভূত-পূজা হবে না। পূজা না হলে যে সর্বনাশ হবে। লাল অপদেবতা আর ওই বিকট পশুর দল নিশ্চয়ই তাদের গোত্রের ক্ষতি করবে। যন্ত্রণায় কাতর ক্ষুধার্ত রুমিতা হেঁটে চলল ঘাসবনের ভেতর দিয়ে।

কিছুটা এগিয়েই দেখল মশালধারী একদল লোক এগিয়ে আসছে। আবার লুকিয়ে পড়ল সে।

একটু পরেই লোকজনের সাড়া পেল খুব কাছেই। হানের গলার শব্দ চিনতে ভুল হলো না। রুমিতার নাম ধরে ডাকছে। উঠে দাঁড়াল রুমিতা। গোত্রের নাম করা শিকারিদের সঙ্গে নিয়ে হান এগিয়ে আসছে রুমিতাকে খুঁজতে। হাত তুলে চিৎকার করে উঠল রুমিতা—হান। হান। এই যে আমি এই দিকে।

রুমিতাকে উদ্ধার করে গুহায় নিয়ে এলো হান। রুমিতা সেদিন যুদ্ধজয়ী বীরের সম্মান পেয়েছিল। রুমিতার জন্য সেদিন ডংকা বাজান হয়েছিল। আগুনের সামনে উঁচু পাথরের হরিণের চামড়ায় বসেছিল সে। গোত্রের সবাই এসে পাথরের ছুরিতে আঙুল কেটে রুমিতার কপালে রক্তের ফোঁটা দিয়ে সম্মান জানিয়েছিল। ডংকা বাজাচ্ছিল হান। রুমিতা দেখেছিল তার দু'চোখে তুষারের সাদা ফোঁটার মতো পানি চিকচিক করছে। রুমিতা হাসছিল। মনে মনে বলেছিল—হান আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছে। ও নিশ্চয়ই আমার বাবা।

সেদিন রুমিতা কিন্তু ওই লাল আগুন রঙা মানুষটার কথা কাউকে বলেনি। কেবল সেই পশুগুলোর কথাই বলেছিল। হান খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে বলেছিল—বুঝেছি। ওগুলো ঘোড়া। এই তৃণভূমিতে আগেও মাঝে মাঝে ওদের দেখা গেছে।

এক মনে বল্লমের ফলা ধার দিচ্ছে হান। রুমিতা ওর মুখটা দেখল মনোযোগ দিয়ে। পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ বয়সী মানুষের মুখ। সে মুখে আশ্চর্য কোমলতা। রুমিতার বুকে ঝরনার ঝিরঝির স্নিগ্ধ শব্দ গান গেয়ে উঠল। গভীর চাপা কণ্ঠে ডাকল সে—বাবা। চমকে উঠল হান। বল্লমের ফলা ধরা হাত থেমে গেল তার। চারদিকে ত্রস্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। গুহায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন লোকজন কম। সবাই কাজে ব্যস্ত বাইরে। দু'চারটে শিশু গুহার সামনে পাথরের টুকরো নিয়ে শিকারি খেলা খেলছে। গুহার এক ধারে সিঞ্জিনার সাত মাসের সন্তানকে কোলে দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে কুমিং বুড়ি। গোত্রের সবচাইতে বয়সী মানুষ। হাঁটুর ওপর ঘুমন্ত শিশুকে দোলা দিতে দিতে কুমিং বুড়িও ঝিমোচ্ছে। হান উঠে এলো রুমিতার পাশে। নরম হাত রাখল ওর দীর্ঘ চুলে। আস্তে বলল—আর কখনো এ নামে ডাকিস না রুমি। ডাকতে হয় না, অমঙ্গল হয়।

বিস্মিত ব্যাকুল চোখ তুলে হানের চোখে তাকাল রুমিতা। হানের চোখে কোমল আলো। রুমিতার ইচ্ছে হলো মানুষটার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবা বলে বারবার ডাকতে। পুরুষের সঙ্গে নারীর একটা সম্পর্কই রুমিতা জানে। জানে সুন্দরী মেয়েদের দেহের ঘনিষ্ঠতার জন্য পুরুষরা পাগল হয়। এ গোত্রের প্রতিটি যুবক পুরুষের কাছে রুমিতা আকাঙ্ক্ষিত নারী। রুমিতা নিজের ইচ্ছায় যার বাহুলগ্না হয়, যাকে দেহদান করে সেই ধন্য এ গোত্রে। কিন্তু এর বাইরেও যে পুরুষের সঙ্গে আরো একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে হানের দিকে তাকালে রুমিতা সেটা প্রবলভাবে অনুভব করে। রুমিতার মনে আছে ছেলেবেলায় হানের কাছে সে ছিল তার বয়সী আরো অনেকের চাইতে আদরের। ছেলেবেলায় একবার খরগোশের পেছনে ছুটতে গিয়ে রুমিতা পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে পা ভেঙেছিল। হানই সারা দিনরাত তার সেবা করেছে। রাতে কোলে নিয়ে গুহার সামনে হাঁটতে-হাঁটতে তুষারপরি আর শ্বেত ভাল্লুকের গল্প বলেছে। যতবারই শিকারে গেছে হান রুমিতার জন্য নিয়ে এসেছে রঙিন নুড়ি, চকমকি পাথর। নানা রকমের নাম না জানা মিষ্টি ফল। হরিণের হাড়ের টুকরো দিয়ে রুমিতার জন্য তৈরি করে দিয়েছে চমৎকার সব অলঙ্কার। পুরুষেরা বাবা না হলে এমন মমতার মানুষ যে হতে পারে না হান যেন সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছে। হানের দু'হাত ধরে ঝাঁকাল রুমিতা—কেন অমঙ্গল হবে? মায়া-মমতায় কি অমঙ্গল হয় কখনো? মেয়েরা যদি মা হয়, পুরুষদেরও বাবা হতে হবে।

মৃদু হাসল হান—তুই এখনো ছেলেমানুষ, তাই এসব বুঝতে পারিস না। মেয়েরা হলো নেত্রী। গোত্র তারাই রক্ষা করে, তারাই চালায়। মমতা-স্নেহ-দয়া এগুলো না হলে কি কিছু রক্ষা করা যায় রে?

কথার জবাব দিল না রুমিতা। হান আবার বলল— পুরুষের শক্তি বেশি। তাই সে যোদ্ধা হয়, শিকারি হয়, কর্মী হয়। সে হত্যা করতে জানে, রক্ষা করতে জানে না। যখনই সে কর্তৃত্বের অধিকার পাবে তখনি তার মধ্যে দেখা দেবে দখলের নেশা। সে অত্যাচারী হয়ে উঠবে। জানিস যখন গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ হয়, বিবাদ হয় তখন কী করে পুরুষেরা?

রুমিতা কখনো যুদ্ধ দেখেনি। তার জন্মের পর থেকে তাদের গোত্রকে কখনো অন্য গোত্রের লোকেরা আক্রমণ করেনি। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তার নেই। তবে শুনেছে অনেক আগে তাদের গোত্রকে আক্রমণ করেছিল অন্য এক গোত্রের দস্যুরা। গুহা লুট করে, অনেক লোককে হত্যা করেছিল তারা। গোত্রের যুবতী মেয়েগুলোকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে তাদের দাসী বানিয়েছিল। পরে তাদের নির্যাতন করে হত্যা করেছিল। তবু প্রশ্ন ফুটল তার দৃষ্টিতে—কী হয় হান, গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ বিবাদ হলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—যুদ্ধে পুরুষরা ক্ষমতা পায়। ক্ষমতা যখন তার হাতে তখন সে নারীকেই আক্রমণ করে। নারীর ওপর নির্মম হয়। একটি নারীকে নিয়ে একসঙ্গে দশটি পুরুষ ভোগের উল্লাসে উন্মত্ত হয়। নির্যাতন করে আনন্দ পায়। কিন্তু আর বলল না রুমিতা। উঠে চলে এলো গুহার বাইরে। তাকাল দূরের পাহাড়ে। যে পাহাড়ে সে একজন লাল মানুষ দেখেছিল। সহসা একটা অশুভ চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল মনে। পাহাড়ের ওই লাল মানুষটারও নিশ্চয়ই গোত্র আছে। সেই গোত্রের লোকেরা যদি কখনো এসে হানা দেয় তাহলে কি হান যা বলল তাই ঘটবে! চিন্তাটা পলকে ঝেড়ে ফেলল রুমিতা। নিজের ভেতরে শক্তি অনুভব করতে চেষ্টা করল। নিজেদের গোত্রকে বাঁচাবার দায়িত্ব নারীর । সে নিজে একটি শক্তিময়ী নারী। গোত্রের সবাই আশা করছে সিঞ্জিনার পর রুমিতাই হবে এ গোত্রের নেত্রী। দূরের পাহাড়ে তাকিয়ে রুমিতা দৃঢ় সংকল্পের সংলাপ উচ্চারণ করল—দস্যু পুরুষেরা। তোমাদের হাত থেকে নারী, শিশু আর গুহার সঞ্চিত ভাণ্ডার রক্ষা করব আমি আর আমার বাবা হান। সন্ধ্যা ঘন না হতেই পাহাড়ের পেছন থেকে উঠে এলো ঝলমলে ভরাট চাঁদ। শুরু হলো শিকারের জন্য আগুন পূজা উৎসব। গুহার চারপাশে অনেক মশাল জ্বলে উঠেছে। বড় আগুনের কুণ্ডের সামনে শিকারিরা একে একে তাদের অস্ত্র রাখল। মন্ত্র পড়ল সিঞ্জিনার মা—কুমিং বুড়ি। গুহার নারী-পুরুষেরা দেবতার কাছে ভালো শিকার চাইল। শিকারিদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। তারপর শুরু হলো দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য গুহাবাসীর উদ্দাম নৃত্যগীত।

আদিম চাঁদ আদিম মানুষের দিকে ছুড়ে দিতে লাগল পিতার স্নেহের মতো, মায়ের মমতার মতো কোমল জ্যোৎস্না।

তিন

গোত্রের সবাই ভীষণ ব্যস্ত। আজ পূর্ণিমা সন্ধ্যায় হবে অপদেবতা তুষ্ট করার পূজা। শিকার এবার খুব ভালো হয়েছে। বড়-বড় অনেক চামরি গাই, পাহাড়ি ছাগল আর লতানো শিংয়ের হরিণ শিকার করে এনেছে শিকারিরা। সিঞ্জিনা খুব খুশি। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে দেবতা পূজায় তুষ্ট হবে। গুহার মানুষদের ক্ষতি করবে না। ভয় দেখাবে না। সামনেই আসছে শীত। শীতের আগে যথেষ্ট পরিমাণে শিকার না হলে সারাটা শীত কষ্ট পেতে হতো সবাইকে। পোকা-মাকড়, গাছের মূল, কন্দ সবই তুষারে ঢেকে যায়। কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। গত শীতের আগের শীতে এই রকম ঘটনা ঘটেছিল। খাবারের সঞ্চয় না থাকায় সারাটা শীত ভীষণ কষ্ট গেছে। অনেক শিশু না খেয়ে মারা গেল। হাচিনির মা বুড়িও মরল। সেবার শীতে। উপবাসী দুর্বল শরীরে শীতের ঝাপটা সহ্য করতে পারল না। সেবার গোত্রের মানুষেরা অসন্তুষ্ট হয়েছিল সিঞ্জিনার ওপর। নেত্রী যদি গোত্রের মানুষকে ক্ষুধা, শত্রু আর বিপদ থেকে রক্ষা করতে না পারে, তবে সে তো আর নেত্রী থাকতে পারল না। সিঞ্জিনাকে হত্যা করে অন্য নেত্রী নির্বাচনের জন্য হৈ-হল্লা করেছিল গোত্রের পুরুষেরা। তাদের শান্ত করেছিল হান। পবিত্র অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—এই অগ্নির শপথ, আমি অন্যায় কথা বলব না। হয়তো আমরা এই গোত্রের মানুষেরা, কোনো অন্যায় করেছিল, আমাদের আকাশের দেবতা সে কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে এই দুর্যোগ পাঠিয়েছেন। যদি দলনেত্রীকে সেই অপরাধের দোষ চাপিয়ে আমরা হত্যা করি তাহলে দেবতা আরো কষ্ট পাবেন। আমরা ধ্বংস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যাব। আকাশের দেবতা বন্যা, ভূমিকম্প পাঠাবেন। আকাশ থেকে আগুন ফেলবে সূর্য-দেব, শস্যক্ষেতে, বনে আগুন জ্বলবে... আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। তোমরা শান্ত হও বীর শিকারিরা... অন্যায় রক্তপাতে গোত্র কলঙ্কিত কোরো না। করলে অমঙ্গল আমাদের ছাড়বে না। হানের আবেগময় সেই অনুরোধে শান্ত হয়ে গিয়েছিল সবাই। অস্ত্র নামিয়ে নিয়েছিল। এবারও শিকার থেকে ফিরে শিকারের দেবতার ভোগের পূজার দিন হান আগের মতোই বলেছিল—গোত্রের মানুষেরা শোন, নারীরাই আমাদের কল্যাণ আনে। আমাদের গোত্র রক্ষা করে যত্নের সঙ্গে। শিশুদের বাঁচিয়ে রাখে। শস্যর ফলান নারীরাই শিখিয়েছে আমাদের..., আমরা তাদের বিপদ থেকে, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার শপথ নিয়ে গোত্রের অধীনতা মেনে চলেছি—আমাদের অস্ত্র পবিত্র। এই অস্ত্র কেবল শিকারের জন্য। কেবল গোত্র রক্ষা করার জন্য। মনে রেখ সবাই। হানের আদেশে গোত্রের প্রথা অনুযায়ী দলনেত্রী সিঞ্জিনার পায়ের কাছে শিকারিরা অস্ত্র নামিয়ে রেখেছিল। পবিত্র অগ্নিকুণ্ডকে অভিবাদন করে উচ্চারণ করেছিল শপথ বাক্য—'আমরা এ অস্ত্রে অন্যায় রক্তপাত করব না। এ অস্ত্র কেবল শিকারের জন্য। গোত্রের নারী শিশুদের রক্ষা করার জন্য। গোত্রের শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য।' এসব কথা ভাবতে গিয়ে হানের ওপর আর একবার কৃতজ্ঞ হলো সিঞ্জিনা। শিকারের মাংসের অনেকটা অংশ রৌদ্রে শুকিয়ে তুলে রাখা হয়েছে শীতের সঞ্চয় হিসেবে। এবার জোয়ার ফসলও ফলেছে প্রচুর। শুকনো জোয়ারের গুঁড়ো বোঝাই চামড়ার থলেগুলোর দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সিঞ্জিনা। আগুনে গলান পশুর চর্বি জমিয়ে রাখা হয়েছে প্রচুর। উৎসবে কিছু খরচ হবে। তারপরও থাকবে যথেষ্ট। গুহার একটা দিক ক্রমে ঢালু হয়ে ছোট কুঠুরির মতো চৌকোনা আকারে পাথরের দেয়ালে মিশেছে। এটাই সিঞ্জিনাদের ভাড়ার ঘর। শুকনো মাংস, জোয়ারের চূর্ণ, ঘাসের বীজ, চর্বি, শুকনো ফলে কুঠুরিটা কানায়-কানায় ভরা। সিঞ্জিনার মা কুমিং বুড়ি সারা দিন কুঠুরির সামনে বসে পাহারা দেয় আর হাড়ের ধারাল সুঁচে ঘাসের আঁশের রশি ভরে চামড়ার থলে সেলাই করে। ভাঁড়ার ঘরের তদারকি শেষ করে গুহার বাইরে এলো সিঞ্জিনা। গুহার পাশে পাহাড়ের ঢালে কিছুটা অংশ চ্যাপ্টা চওড়া একখণ্ড সমতল জায়গা তৈরি করেছে। সুপুরুষ তরুণ শিকারি চুনলাই সেখানে কাজে ব্যস্ত। দলনেত্রীকে পাশে দেখে মুখ তুলে হাসল চুনলাই, বলল—মধু যা ছিল সবই খরচ হয়ে যাচ্ছে। শীতের আগে আরো মধুর জোগাড় না হলে অসুবিধা হবে। উৎসবের জন্য গ্যাঁজান জোয়ার আর মধু মিশিয়ে পানীয় তৈরি করছে চুন্‌লাই। জোয়ার চূর্ণ পানিতে গুলে চামড়ার থলেতে ভরে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে ক'দিন আগে থেকেই। সেগুলো ফেনিয়ে মধু মিশিয়ে পানীয় তৈরি করছে চুন্‌লাই। এগুলো পান করে নেশার আনন্দে উদ্দাম হবে গুহার নারী-পুরুষেরা আজ রাতে।

চিন্তিত মনে গুহার সামনে এলো সিঞ্জিনা। মধু সংগ্রহ করা এখন একটা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধুর চাক ভাঙতে গিয়ে সেই যে রুমিতা হারিয়ে গিয়েছিল— হান তাকে খুঁজে এনেছিল। সে ঘটনার পরে দূরে পাহাড়ের বনে গিয়ে কেউ চাক ভাঙতে রাজি হয় না।

অন্যমনস্ক হয়ে গুহার সামনের ঢাল বেয়ে নামল সিঞ্জিনা। শুকনো জ্বালানি কাঠের বোঝা পিঠে বেঁধে পাথুরে পথে উঠে আসছে গোত্রের তরুণীরা। রুমিতাও আছে ওদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে। সিঞ্জিনাকে দেখে হালকা পায়ে যেন নাচের ছন্দে সবার আগে উঠে এলো সে। বিজয়ীর হাসি তার ঠোঁটে— সিঞ্জিনা। আমরা মধুর চাক খুঁজে পেয়েছি। পূজার জন্য ভেঙে এনেছি কয়েকটা। পরে আরো আনব। সিঞ্জিনার পাশে দাঁড়িয়ে সুসংবাদটা দিল রুমিতা। হাতের মশাল আর বল্লম নামিয়ে পিঠের ওপর থেকে ভাঙা চাকগুলো সিঞ্জিনাকে দেখাল।

—কোথা থেকে আনলি? ওই দূরের পাহাড়ে গিয়েছিলি?

সিঞ্জিনার প্রশ্নে মাথা নাড়ল রুমিতা—না, ওখানে নয়। ওই পুব দিকের যে পাহাড়ে আমরা কাঠ ভাঙতে যাই সেখানে। সিঞ্জিনা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। শীতের মধুর জন্য আর ভাবনা নেই। রুমিতার হাত ধরে হাসল সিঞ্জিনা—তুই এ গোত্রের নেত্রী হবার উপযুক্ত। এবারের শীতকালটা পার হয়ে গেলেই আমরা তোকে নেত্রী করব। সিঞ্জিনার খুশি চোখের তারায় কিছুর পরিকল্পনা ছায়া ফেলেছে। অবাক চোখে সিঞ্জিনার দিকে তাকাল রুমিতা। এ কী কথা বলছে সিঞ্জিনা! রুমিতার তো এখনো নেত্রী হবার বয়স হয়নি। দু-একটি সন্তানের জন্ম না দিলে তো নেত্রী হওয়া যায় না। সিঞ্জিনা কি সেটা ভুলে গেল। তাছাড়া সিঞ্জিনা তো এখনো যথেষ্ট কর্মক্ষম। তার মতো ক্ষীপ্র দক্ষতায় এ গোত্রের কেউ বল্লম ছুড়তে পারে না। শক্তিতে সাহসে বিচক্ষণতায় এ গোত্রের কোনো নারীই তার সমকক্ষ নয়। তাহলে কেন সে এমন কথা বলছে! খুব আস্তে মাথা নাড়ল রুমিতা—আমার এখন নেত্রী হতে ইচ্ছে করে না। রুমিতাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দূরে চলে এলো সিঞ্জিনা। ইদিকটা নির্জন। তৃণভূমিতে ঢেউ তুলে নেচে ফিরছে বাতাস। আকাশে আসন্ন শীতের খবর নিয়ে ভেসে এসেছে ভাঙা-ভাঙা মেঘ। দূর দেশের পাখিরা উড়ে চলেছে দক্ষিণের অজানা কোনো দেশে। প্রতি শীতের মৌসুমের আগেই তাদের দেখা যায় আকাশের প্রান্তে। তৃণভূমির বাতাস বসন্তে গান গেয়ে উঠলে আকাশ মুখরিত করে আবার তারা ফিরে আসে। উড়ে চলে যায় নিজের ঠিকানায়। আকাশের দূর সীমানা ছুঁয়ে উড়ে যাওয়া পাখির ঝাঁকের দিকে মুখ তুলে তাকাল সিঞ্জিনা— দেখেছিস রুমিতা, শীতের পাখিরা উড়ে চলেছে? রুমিতা দেখল। এটা তার কাছে নতুন কোনো দৃশ্য নয়। শীতের আগে প্রতিদিন এমন পাখির ঝাঁকের উড়ে যাওয়া সেই ছেলেবেলা থেকেই সে দেখে আসছে। শীতের শেষে আবার তারা এই তৃণভূমির আকাশের পরিচিত পথ করে ফিরে যায়। আকাশ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সিঞ্জিনার দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রুমিতা। সিঞ্জিনা হাসল—পাখিরা আমাদের চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। ওরা শীতের সময় চলে যায় এমন কোনো দেশে যেখানে শীত নেই। খাবার অভাবে মরতে হয় না—একটু থামল সিঞ্জিনা। তারপর সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে বলল... আমিও আমার গোত্রে নিয়ে এমন কোনো দেশে চলে যেতে চাই। কিন্তু আমার কথা তো কেউ শুনতে চাইছে না। তুই বল রুমিতা এখন আমার কি কিছু করার আছে? রুমিতা ভীষণ অবাক হলো। দলনেত্রী এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আন্তরিকতায় তাকে এসব কী বলতে শুরু করল! আজন্মের পরিচিত এই গুহা, তৃণভূমির প্রান্তর, দূরের ওই পাহাড়ের ঢেউ এসব ফেলে অজানা দেশে চলে যেতে রুমিতারও তো ইচ্ছে করে না। কথা বলল না সে। সিঞ্জিনার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে রুমিতার ওপরে। গোত্রের সেরা সুন্দরী তরুণীটিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখছে সে। সুঠাম বাহু। দীঘল দেহ, মজবুত সুগঠিত কাঁধ, দু'পায়ের কঠিন পেশি, ভরাট জানু, উন্নত বুক। মৃদু হাসি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুটল সিঞ্জিনার ঠোঁটের কোণে। ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল সিঞ্জিনা। রুমিতাই পারবে এ গোত্রের শক্তিশালী উদ্ধত পুরুষগুলোকে পোষ মানাতে। যে নারী অবাধ্য পুরুষদের আঙুলের ইশারায় চালাতে পারে সেই হতে পারে নেত্রী। রুমিতার পক্ষেই সম্ভব হবে হয়তো গোত্রকে এখান থেকে সরিয়ে দক্ষিণের দেশে নিয়ে যাওয়া। মধ্যবয়সী সিঞ্জিনার সে ক্ষমতা আর নেই। গোত্রের অনেক বয়সী মানুষরাই জানে সিঞ্জিনা এখন রীতিমতো চিন্তিত। প্রতিবছরই শীতের প্রকোপ বেড়ে দীর্ঘমেয়াদি হয়ে চলেছে। খাদ্য সংগ্রহ করে রাখা কঠিন সমস্যা হয়ে উঠছে। যদি সে ব্যর্থ হয় গোত্রের প্রতিটি মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে, নিশ্চয়ই একদিন তারা বিদ্রোহী হবে। সিঞ্জিনাকে হত্যা করে ছুড়ে দেবে গুহার বাইরে তুষার ঝড়ের মধ্যে। ক্ষুধার্ত নেকড়েরা ছিঁড়ে খাবে তার দেহ। সিঞ্জিনার শরীর কাঁপিয়ে দিল শীতল মৃত্যু ভয়। কাঁপা হাত রাখল সে রুমিতার কাঁধে। করুণ অনুনয় ঝরে পড়ল কণ্ঠে—রুমি, তুই নিষেধ করিস না। তোকে সবাই পছন্দ করে। তুই ওদের নিয়ে যাবি দক্ষিণের দেশে। আমার বিশ্বাস সেখানে আছে চির বসন্তের দেশ। সেখানে নিশ্চয়ই তুষার ঝড় নেই। খাদের অভাব নেই। নইলে প্রতি শীতের আগে পাখিরা কেন উড়ে চলে যায় সেদিকে? আমার ধারণা ভুল হতে পারে না। সিঞ্জিনার হাতের ওপর হাত রেখে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল রুমিতা—ভয় ধরানো এক দৃশ্য তাকে ভীষণ আতঙ্কে চমকে দিল। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল রুমিতা—সিঞ্জিনা দেখ। সামনে তাকিয়ে দেখ। দৃশ্যটা সিঞ্জিনাও দেখেছে। তৃণভূমি তোলপাড় করে ছুটে যাচ্ছে সেই বাদামি পশুর দল। তাদের তাড়িয়ে নিচ্ছে পশুর পিঠে বসে থাকা একটি মানুষের অবয়ব। মুহূর্তে সিঞ্জিনার ভঙ্গি কঠিন হয়ে উঠল। রুমিতাকে ছেড়ে বল্লম আঁকড়ে ধরল শক্ত মুঠিতে। চাপা উচ্চারণে বলল—ওগুলো ঘোড়া, বুনো ঘোড়া। আমরা যখন প্রথম এ গুহায় এসেছিলাম, তখন দেখেছি...তৃণভূমিতে ছুটে বেড়াত ঘোড়ার পাল।...কিন্তু ওই মানুষটা কোথা থেকে এলো? কে ও? নির্বাক রুমিতা। এ নিশ্চয়ই সেই লাল মানুষটা। মৌচাক ভাঙতে গিয়ে ওই মানুষটাকেই দেখেছিল রুমিতা, ধাবমান বাদামি পশুকে দড়ির ফাঁদ ছুড়ে সে ধরে ফেলেছিল। তারপর পাহাড়ের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। বিবর্ণ মুখে সিঞ্জিনার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিল রুমিতা। ম্লান কণ্ঠে বলল—সিঞ্জিনা! আমি একটা অপরাধ করেছি। ওই লাল মানুষটাকে ঘোড়ার পাল তাড়াতে আমি এর আগেও দেখেছি। কিন্তু তোমাদের কাউকে কথাটা বলিনি। বলা উচিত ছিল আমার। ঘটনাটা এখন সিঞ্জিনাকে খুলে বলল রুমিতা। কোনো মন্তব্য করল না সিঞ্জিনা। তীক্ষ্ণ ধারাল দৃষ্টিতে রুমিতার চেহারায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল দূরের তৃণভূমিতে। ধাবমান অশ্বের দল তৃণভূমিতে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে ছুটে চলেছে। তাদের তাড়িয়ে নিচ্ছে একজন নয়, বেশ কয়েকজন অশ্বারোহী। তাদের বর্শার ধারাল ফলা সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে।

অশ্বারোহীর দল ক্রমে দূরে চলে গেল। গুহার সামনে যারা উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত ছিল, তারাও কাজ ফেলে। গুহার সামনে যারা উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত ছিল, তারাও কাজ ফেলে দেখছিল দ্রুতগামী ঘোড়ার পালের ছুটে যাওয়া। শিশু আর নারীরা গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। অশ্বখুরের ঘায়ে উড়ে যাওয়া ধুলোর মেঘ স্তিমিত হতে, সবাই এসে ঘিরে ধরল দলনেত্রীকে। সবাই ভীত, শঙ্কিত। হাচিনির বোন মুংকি ওর সাত বছরের ছোট ছেলেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুকে জড়িয়ে ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে ছুটে এলো—সিঞ্জিনা, এসব কী হচ্ছে সিঞ্জিনা? ওই অশ্বমানবেরা নিশ্চয়ই কোনো দানব! আমরা এখন কী করব? কোথায় যাব? গুহা থেকে মুখ বাড়িয়ে কুমিং বুড়ি অস্পষ্ট জড়ান কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—অপদেবতা। ওগুলো অপদেবতা। অপদেবতারা আমাদের অমঙ্গল পাঠাবার জন্য ঘোরাঘুরি করছে। তোরা আর পূজা করতে দেরি করিস না। কে যেন মেয়ে-পুরুষের জটলা থেকে চিৎকার করে উঠল—সব দোষ সিঞ্জিনার। এ পূজা আরো আগে হওয়া উচিত ছিল। সেই যে যখন পাহাড়ের ওপর আগুনের গোলা ছুটে বেড়াতে দেখেছিল রুমিতা, তখনই। কিন্তু সিঞ্জিনাই পূজা পিছিয়ে দিয়েছিল।

মুহূর্তে হইচই হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। সবাই চিৎকার করে সিঞ্জিনাকে দোষারোপ করতে শুরু করল। গোত্রের সেরা শিকারি চুনলাই বল্লম হাতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল উঁচু পাথরের ওপরে। সেখান থেকে বল্লম তুলে ঘোষণা দিল—আমরা, গোত্রের সাহসী শিকারিরা এখনই যাত্রা করতে চাই ওই দূরের পাহাড়ে। আমরা দেখতে চাই ওই সব অশ্বমানবেরা কোথায় থাকে, কে ওরা। ধমকে উঠল চুনলাইর মা চুংকি—চুপ কর। চুপ কর চুনলাই। ওরা কেন মানুষ হতে যাবে। ওরা হয় অপদেবতা, নয়তো প্রেত। আরো কয়েকজন যুবক শিকারি এসে দাঁড়াল চুনলাইর পাশে। তৃণভূমি পার হয়ে দূরের পাহাড়ে গিয়ে অশ্বমানবদের খবর সংগ্রহ করে আনার দৃঢ় ইচ্ছা জানাল সিঞ্জিনার কাছে। এতক্ষণ নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সিঞ্জিনা। কোনো গভীর ভাবনায় ডুবে ছিল যেন। হঠাৎ সচেতন হয়ে ঝাড়া দিয়ে সোজা হলো। বল্লম শূন্যে তুলে উঁচু পাথরে উঠে দাঁড়াল সে— শোনো গোত্রের মানুষেরা।

সিঞ্জিনার গম্ভীর আত্মপ্রত্যয়ী কণ্ঠ ধ্বনিত হলো পাহাড়ে। হট্টগোল থেমে গেল পলকে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণের মতো বলে চলল সিঞ্জিনা—এই গুহা, পাহাড়, বন, এই তৃণভূমির বিশাল প্রান্তর, পাহাড় থেকে ঝরে-পড়া নদী এসবই আকাশের দেবতার দান। এসবই আমাদের প্রিয়। কিন্তু মনে রেখ, সবার চাইতে প্রিয় আমার কাছে আমাদের সবার কাছে, আমার এই গোত্রের মানুষেরা। তাদের মুখে খাদ্য তুলে দেয়া, তাদের শত্রুর হাত থেকে বাঁচান আমার পবিত্র দায়িত্ব। ওই অশ্বমানবেরা নিশ্চয়ই আমাদের ভয়ের কারণ। ওরা হয়তো আমাদের ক্ষতি করতে পারে। ওদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু তার আগে আজ আমরা একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি। রাতে পূজার অনুষ্ঠান শেষ হলেই আমি তার ঘোষণা দেব। এখন তোমরা যাও পূজার জন্য তৈরি হও। সন্ধ্যায় পূর্ণ চন্দ্রদেব আকাশে ভেসে এলেই শুরু হবে পূজা। দলনেত্রীর ভাষণ শেষ করে পাথরের ওপর থেকে নেমে এলো সিঞ্জিনা। গোত্রের নারী-পুরুষ মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠল একটু। থেমে গেল সেটা পলকেই। সবাই চলে গেল নদীতে—স্নান করে পবিত্র হতে হবে সবাইকে। ভিড় হালকা হতে অভিজ্ঞ পুরুষ হান এসে দাঁড়াল সিঞ্জিনার পাশে। আস্তে ডাকল—সিঞ্জিনা। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে দূরের পাহাড়ে তাকিয়ে কিছু ভাবছিল সিঞ্জিনা। হানের কণ্ঠে চমকে উঠল। তার পরই মৃদু হাসল।

—হান, তুমি? আমি ভাবলাম...

—কী ভাবলে—গোত্রের কেউ চুপিসারে এসেছে তোমাকে আক্রমণ করতে, হাসল হান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু। তারপর আবার বলল—সিঞ্জিনা, আমাকে কি জানাবে কী সিদ্ধান্ত ঘোষণা দিতে যাচ্ছ আজ? হানের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল সিঞ্জিনা। দূরে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল—তুমি তো একবার বলেছিলে দক্ষিণের বড় পাহাড় পেরিয়ে আরো দক্ষিণে নেমে গেলে আছে উষ্ণ দেশ, সেখানে মাটি নরম। সবুজ গাছপালায় ভরা পাহাড় আর নদী আছে সেখানে। সেখানে শীতও অনেক কম। পাখিরা নাকি সেদিকেই উড়ে যায়? সিঞ্জিনার উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে বন্ধুত্বের সৌহার্দ্যে কোমল হলো হানের দৃষ্টি। কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে হান বলল—সিঞ্জিনা। তুমি যে গোত্রের মঙ্গলের চিন্তা নিয়েই বিভোর হয়ে আছ, সেটা আমি বুঝেছি। কিন্তু দক্ষিণের দেশ তো অনেক দূরের পথ। আমরা ছেলেবেলায় শুনেছি সে দেশের কথা। সে দেশের খবর জানত আমার নানির মা।

আশায় উজ্জ্বল হলো সিঞ্জিনা—তাহলে সে দেশেই আমরা চলে যাই।

—তুমি কি পাগল হলে সিঞ্জিনা। আমার নানি বলত সে দেশ এখান থেকে এক বছরের পথ। বিশাল উঁচু এক পাহাড় পার হতে হয়। সে পাহাড় সারা বছর বরফে ঢেকে থাকে। সারাক্ষণ তুষার ঝড় বইতে থাকে। কেমন করে তুমি তোমার গোত্র নিয়ে সেই দুর্গম পথ পার হবে?

দৃঢ় প্রত্যয়ে মাথা ঝাঁকাল সিঞ্জিনা—পারব। আমরা পারব নিশ্চয়ই। এই শীতের পরেই আমরা যাত্রা করব।

—পাগলামি রাখ। পথেই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এমন চিন্তা বাদ দাও তো। নইলে শেষ হতে হবে।

—না, হবে না। আমরা গুহার মানুষেরা কোনদিন শেষ হবো না। সিঞ্জিনার অদ্ভুত খেয়ালে বিরক্ত হলো এবার হান—সিঞ্জিনা তুমি ভুলে গেলে পুব দিকে রয়েছে ভয়াল এক মরু প্রান্তর। পথ হারিয়ে যদি আমরা সেই মরুভূমিতে গিয়ে পড়ি তবে আর কোনদিন সেখান থেকে বের হতে পারব না। আমাদের গোত্রের একটা দল সেখানে পথ হারিয়ে আর ফিরতে পারেনি। কেবল একজন ফিরেছিল, তুমি কি সে কথা ভুলে গেলে? উত্তর-পুবের সেই ভয়াল মরুর খবর সিঞ্জিনাও জানে। তার মায়ের কাছেই শুনেছে। অনেক আগে তাদের গোত্রের একদল লোক বিদ্রোহী হয়ে গোত্র ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। পথ হারিয়ে সেই মরুভূমিতে গিয়ে পড়েছিল তারা। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর একটি লোক কেমন করে যেন বেঁচে ফিরে এসেছিল।

হানের আপত্তিতে অসহায় বোধ করল সিঞ্জিনা। বলতে চাইল—হান তুমি বুঝতে পারছ না। আমি দলনেত্রী। আমি পবিত্র নারী। পবিত্র নারীরা অনেক কিছুই আগে বুঝতে পারে। আমিও বুঝতে পারছি, মনে হচ্ছে বড় কোনো অমঙ্গল এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আমরা যদি এখান থেকে সরে না যাই সর্বনাশ হয়ে যাবে আমাদের। কথাগুলো হানকে বলল না সিঞ্জিনা। এই মুহূর্তে সেই সর্বনাশের সঠিক চেহারাটা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটল না তার মনের দৃষ্টিতে। শুধু ভাবল কে ঘটাবে সেই ধ্বংসাত্মক সর্বনাশ! ওই দূরের পাহাড়ের অশ্ব-মানবরা? শীতের প্রচণ্ড তুষার ঝড়? নাকি মরু প্রান্তর থেকে উড়ে আসা আগুনের হলকা ঝরানো খরা—যে খরায় তৃণভূমি, বন দাউ দাউ করে জ্বলবে।... তখন কী হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষুধার্ত গোত্রের মানুষেরা দলনেত্রীকে হত্যা করবে? ছুড়ে দেবে নেকড়ের মুখে? নিজের লোকদের নিজেরাই হত্যা করতে থাকবে? ভয়াবহ আতঙ্কিত চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল সিঞ্জিনা। আকাশের দেবতার কাছে সাহায্য প্রার্থনায় তাকাল আকাশে। দেখল পশ্চিম আকাশে রক্তের নদী ঢেলে ডুবে যাচ্ছে সূর্যদেব। পুব আকাশে ভেসে উঠেছে পূর্ণিমার ভরাট চাঁদ।

চার

আকাশে হালকা মেঘের চাদর উড়িয়ে ভেসে চলেছে চাঁদ। আসন্ন শীতের শিশির মাখা বাতাস মৃদু শিহরণ তুলেছে তৃণভূমির প্রান্তরে। পাহাড়ের চূড়া বনানী নদী ভেজা জ্যোৎস্নায় রহস্যময়ী নারীর মতো নিশ্চুপ। এদিকে গুহায় স্পন্দিত হচ্ছে জীবন। পূজার উৎসবে গুহাবাসী নারী পুরুষেরা উচ্ছল আনন্দের ঢেউ তুলেছে। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয়েছে পূজা। পবিত্র অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে দাউ-দাউ করে। গুহার মুখে সারি বাঁধা মশালের আলোয় দিনের উজ্জ্বলতা। গোত্রের সাহসী শিকারিদের সঙ্গে নিয়ে পূজার জন্য ঝলসানো মাংস, জোয়ার চূর্ণের মণ্ড আর মধু মিশ্রিত পানীর নদীর ধারে বড় গাছের নিচে রেখে এসেছে সিঞ্জিনা। সেখানে একান্ত মনে একাগ্রতায় প্রার্থনা করেছে—

‘হে অপদেবতারা—
তুষ্ট হও।
আমাদের পূজার এই নৈবদ্য
শুধু তোমাদেরই জন্য।
তুষ্ট হও।
ভোগ গ্রহণ কর
অমঙ্গল দিয়ে
ধ্বংস কোরো না আমাদের।
রক্ষা কর আমার গোত্রকে।

অপদেবতার জন্য ভোগ নিবেদন করে ফেরার পথে সারাক্ষণ প্রার্থনাবাণী লেগে থেকেছে সিঞ্জিনার ঠোঁটে।

পূজার আনুষ্ঠানিকতার পর শুরু হয়েছে ভোজ। ঝলসান হরিণের মাংস আর জোয়ারের মণ্ড গুহার মাঝখানে স্তূপ করে এনে রেখেছে মেয়েরা। শিশু আর বয়সী নারী-পুরুষদের সিঞ্জিনা নিজে হাতে পরিবেশন করেছে। খাওয়ার পর শুরু হলো নাচ-গান। বয়োজ্যেষ্ঠর সম্মান অনুসারে প্রথমে এগিয়ে এলো হান, চামরি গাইয়ের চামড়ায় তৈরি ঢোলে প্রথম বাজনায় ডংকার তুলে উদ্বোধনী ঘোষণা করল। তারপর একে একে ডংকা বাজিয়ে গেল সব পুরুষেরা। গোত্রের কথা অনুসারে এখন গোত্র-কাহিনীর বর্ণনা শুরু করবে সিঞ্জিনার মা কুমিং বুড়ি। পবিত্র অগ্নিকুণ্ডকে প্রণতি জানিয়ে এক টুকরো মাংস আর জোয়ার চূর্ণ ছুড়ে দিল আগুনে। তারপর কাঁপা কণ্ঠস্বরে সুর তুলল কুমিং বুড়ি—

আকাশের দেবতার ইচ্ছায়
পাহাড়ের ফাটল চিরে এলো একদিন মাটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই পবিত্র নারী।
সেই শক্তিময়ী নারী
সেই মমতাময়ী নারী...।
আমাদের আদি মাতা
তার বাদামি দেহে...
ধারণ করল পৃথিবীকে
সেই পবিত্র নারী

তরুণীরা এসে দাঁড়াল অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে। উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য তরুণী আর যুবতী নারীরা বিশেষ সাজসজ্জা প্রসাধনে মনোমোহিনী হয়ে উঠেছে। বাজপাখির পালকের মুকুট, চামরি গাইয়ের পশমের ঝালর দেয়া পোশাক আর হরিণের হাড়ের অলঙ্কার পরে আগুনের সামনে এসে দাঁড়াল রুমিতা। দুই গালে, কপালে, বুকে সাদাকালো রঙের নকশা তাকে আশ্চর্য আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রসন্ন দৃষ্টিতে রুমিতাকে দেখল সিঞ্জিনা। দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল গুহার পুরুষদের দিকে। তাদের মুগ্ধ দৃষ্টি রুমিতার দিকেই। সিঞ্জিনার মা আবার সুর তুলল—

আমাদের ধাত্রী মা...
শক্তিময়ী মা...
সেই নারী...
সে ফসল বুনল
শিকার করল...
সে পুরুষকে অস্ত্র দিল...
সেই নারী...

চুনতাইর ভাই দক্ষ বাজিয়ে চুঘ্তা এসে বসল ঢোলের সামনে। ঢোলের ওপর হরিণের পায়ের দুটি হাড়ের আঘাতে উদ্দাম বাজনার ঝড় তুলে দিল। মেয়েরা অগ্নিকুণ্ড ঘিরে নাচতে-নাচতে গানের সুরের ধুয়া তুলল—

—নারী; আমাদের ধাত্রী মা
সেই নারী।
পবিত্র সেই নারী।

পালক বাঁধা দুই হাত ডানার ভঙ্গিতে প্রসারিত করে রুমিতা উড়ে এলো মেয়েদের সামনে। পায়ে তাল ঢুকে অপূর্ব নাচের ভঙ্গিমায় ছুটে বেড়াল অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে। সুরেলা গানের সুর তুলল—

নারী আমাদের গুহার-যব
আমাদের শস্যক্ষেত,
প্রান্তর নদীর গান।
নারী বৃষ্টি মেঘ নারী আমাদের জীবন
হে নারী তুমিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রাণ।

গুহার নারী-পুরুষেরা সমবেত ধুয়া ধরল—

নারী পবিত্র
হে নারী পবিত্র
হে নারী তুমিই আমাদের প্রাণ।

নাচে, গানে, বাদ্যে আনন্দের প্রাণ মাতানো উদ্দামতা পবিত্র ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। জ্যোৎস্না ভেজা প্রান্তর ছুঁয়ে ভেসে গেল দূরে। চোলাই করা জোয়ার চূর্ণ পান করে উদ্দাম নাচে গুহায় ঝড় তুলে দিল রুমিতা, তার পায়ের ছন্দে দ্রুতগামী হরিণের ক্ষিপ্রতা। চোখের দৃষ্টিতে বিদ্যুতের ঝলক। আন্দোলিত দেহ ভঙ্গিমায় দুর্বার নেশার হাতছানি। মাতাল পুরুষগুলোকে যেন পাগল করে দিচ্ছে রুমিতা। পূর্ণিমার ভরাচাঁদ মধ্য আকাশের সিঁড়ি পেরিয়ে গেছে। গুহার সামনে জ্বালান আগুন স্তিমিত হয়ে এসেছে। সিঞ্জিনা উঠে দাঁড়াল। পবিত্র অগ্নিকুণ্ডে কয়েকখণ্ড শুকনো কাঠ ফেলে উদ্দীপ্ত করার আগুন। উদ্দাম ঝড়ো বাজনা থেমে গেল। নাচ থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেল রুমিতা। রুমিতার সঙ্গে সিঞ্জিনার এ রকমই কথা হয়েছিল গোপনে। চন্দ্রদেব মধ্য গগন পার হয়ে গেলে বিশেষ ঘোষণাটি সবাইকে শোনাবে সিঞ্জিনা। পূজার পবিত্র উৎসব শেষে পানীয়ের প্রভাবে সবাই প্রায় নেশায় ঝিম ধরে আছে। অনুসন্ধানী চোখে সিঞ্জিনার দিকে তাকাল হান। চিন্তাগ্রস্ত ছায়া ঢেউ তুলে গেল তার কপালের বলিরেখায়। সিঞ্জিনা কি সেই দক্ষিণের দেশে যাত্রা করার প্রস্তাবটি এখনি শুনিয়ে দেবে? প্রস্তাবটি যে এই মুহূর্তে একটি ভুল কাজ হবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অনিশ্চিত যাত্রার ঝুঁকি নিতে গুহাবাসীর অনেকেই রাজি হবে না। হয়তো দলনেত্রীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে অনেকে বিদ্রোহীও হতে পারে।

এক মুঠো শুকনো জোয়ার অগ্নিকুণ্ডে ছুড়ে দিয়ে প্রার্থনার মন্ত্র পড়ল প্রথমে সিঞ্জিনা—

— হে পবিত্র অগ্নি-দেবতা
সাক্ষী তুমি।
আমাদের পূজার
সাক্ষী তুমি
আমাদের পবিত্রতার
তোমাকে সাক্ষী রেখেই আমি—
এ গোত্রের নেত্রী,
পবিত্র ঘোষণা দিচ্ছি—
আমার গোত্র-সন্তানেরা
আমার গুহাবাসীরা
আমার ঘোষণাকে
পবিত্র জ্ঞান করে—
আমি পবিত্র নেত্রী
পবিত্র নারী...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মশালের লাল আলোয় উদ্ভাসিত গুহার দেয়ালে স্থির অচঞ্চল গুহাবাসীদের ছায়া। সবার উৎসুক কৌতূহলী দৃষ্টি সিঞ্জিনার দিকেই। নিস্তব্ধ গুহায় গমগম শব্দে ধ্বনিত হলো সিঞ্জিনার কণ্ঠ—শোনো সবাই। আজ থেকে এ গোত্রের নেত্রী হবে রুমিতা। এ গোত্রের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মেয়ে, দুর্ধর্ষ কর্মী, নির্ভীক নারী রুমিতা। আজ থেকে তার হাতেই গুহাবাসীর প্রাণরক্ষার দায়িত্ব। গুঞ্জনের আলোড়ন উঠল গুহাবাসীদের মধ্যে। ভীষণভাবে চমকে উঠল হান। এ কী করে সম্ভব! রুমিতার মধ্যে এখনো পূর্ণ যৌবনা ধীরস্থির নারীর লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। এখনো সে তরলা চপলা বালিকার মতো। গোত্রের ভালো-মন্দ বুঝে তার দায়িত্ব গ্রহণের বিচক্ষণতা ওর কোথায়! এ কী পাগলামি করছে সিঞ্জিনা! উঠে দাঁড়াল হান—সিঞ্জিনা পবিত্র নেত্রী। তার আদেশের বিরোধিতা করা মহা অপরাধ। তবু গোত্রের স্বার্থের কথা চিন্তা করে বলছি, রুমিতা এখনো গোত্রের নেত্রী হবার জন্য উপযুক্ত হয়নি। ওর এখনো অনেক কিছু শেখা বাকি রয়েছে। অপরিণত নারীর নেত্রীত্ব আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যই ডেকে আনবে।

ভীষণ হইচই গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। হাচিনি ক্ষেপে উঠল হানের ওপর। হাচিনির মেয়ে রুমিতা যদি দলনেত্রী হয় সেটা তো সুখের কথা হাচিনির জন্য হানেরও তো খুশি হওয়া উচিত। রুমিতার বাবা তো সেই-ই। ও কি জানে না যে রুমিতার মতো উপযুক্ত মেয়ে এ গোত্রে আর একটাও নেই। গোত্রের নেত্রী রুমিতা ছাড়া কে আর হবার যোগ্যতা রাখে। উঠে দাঁড়াল হাচিনি—সিঞ্জিনার প্রস্তাবে আমরা রাজি। রুমিতাই হবে আমাদের নেত্রী। হান কেন পবিত্র নারী সিঞ্জিনার প্রস্তাবে বাধা দিতে চায়? তার বাধা আমরা মানি না। চুনলাই এক লাফে উঠে গিয়ে রুমিতার পাশে দাঁড়াল। হাতের বল্লম তুলে চিৎকার করে উঠল—রুমিতাই হবে আমাদের নেত্রী। আমরা আজ থেকে তার অধীনতা স্বীকার করলাম। আগামী পূর্ণিমা রাতেই আমরা রুমিতার হাতে দলনেত্রীর বল্লম তুলে দেবার উৎসব করব। প্রতিবাদের গুঞ্জন থেমে গেল। রুমিতাকে উঁচু পাথরের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল চুনলাই। আগুনের আলোয় উদ্ভাসিত তার লোভনীয় দেহের দিকে মোহগ্রস্তের মতো এগিয়ে এলো চুনলাই। আজ রুমিতা তার। তাদের। আজ থেকে সব পুরুষ রুমিতার দেহের অধিকারী। সবার সন্তানের জন্ম দিয়ে রুমিতা গোত্রকে শক্তিশালী করে তুলবে। জন বৃদ্ধি করবে। সিঞ্জিনার নির্দেশ মতোই নতুন নেত্রীর গুরুত্ব নিয়ে ঘোষণা দিল রুমিতা—আমার আদেশ ওই অশ্ব-মানবদের আমরা দূরের পাহাড় থেকে তাড়িয়ে দেব। আর তা যদি না পারি তবে শীতের আগেই আমরা এ গুহা ছেড়ে চলে যাব দক্ষিণের দেশের খোঁজে। স্তম্ভিত সিঞ্জিনা। এ কী সর্বনাশা কথা বলছে রুমিতা। দক্ষিণের দেশে যাত্রার কথাই সে রুমিতাকে বলতে শিখিয়ে দিয়েছিল। অশ্ব-মানবদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা তো বলতে বলেনি। রুমিতার প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানাতে উঠে দাঁড়াল সিঞ্জিনা। কিন্তু তার দিকে এখন কারো মনোযোগ নেই। সবাই রুমিতাকে নিয়ে ব্যস্ত। শিকারি যুবকেরা বল্লম খেলা শুরু করতে যাচ্ছে। এ খেলায় বিজয়ী পুরুষটিই আজ রাতে রুমিতাকে পাবে। ধীরে ধীরে বসে পড়ল সিঞ্জিনা। দৃষ্টি মিলল একটু দূরে বসে থাকা হানের সঙ্গে। তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টিতে হান তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

নেশায় ঝিমিয়ে পড়া মানুষ আর বল্লম খেলার তারুণ্যের উল্লাস এখন বিন্দুমাত্র উদ্দীপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করল না সিঞ্জিনাকে। উঠে এলো সে হানের কাছে। অপরাধীর ভঙ্গিতে মাথানত করে বসে পড়ল, ক্লান্ত স্বরে ডাকল—হান। মুখ ফেরাল হান— আর কী বলার আছে তোমার সিঞ্জিনা? ম্লান বিবর্ণ মুখ তুলল সিঞ্জিনা—আমি এ কী করলাম। গোত্রের ভাগ্য আমি কি তুষার ঝড়ে ছুড়ে দিলাম! কী করে ফেরাব এখন? হানের ঠোঁটের ভঙ্গি কঠিন হলো। দুঃখিত চিন্তিত কণ্ঠে কথা বলল সে—শুকনো চর্বিকে আগুনে ফেলে দিলে তার পুড়ে যাওয়া কি বন্ধ করা যায়? তাকিয়ে দেখ ওদিকে। হান নির্দেশ করল রুমিতার দিকে। শিকারি পুরুষদের বন্দনার নারী হয়ে, নেশার হাসিতে সে মাতাল হয়ে উঠেছে। দেখল সিঞ্জিনা। সেদিকে চোক রেখে বেদনার্ত স্বরে উচ্চারণ করল—আমি আর কিছুই চাইনি। শুধু চেয়েছিলাম গোত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে। আমার গুহাবাসীদের নিয়ে দক্ষিণে চলে যেতে। মাথা নাড়ল হান—ভুল তো সেখানেই। তোমার ইচ্ছাকেই তুমি বড় করে দেখেছ। তুমি কি জানতে না, দলনেত্রীর নিজের কোনো ইচ্ছা থাকে না? সবার ইচ্ছাতেই তাকে চলতে হয়! এখন ফিরিয়ে আনতে পারবে রুমিতাকে? পারবে না। সে এখন মোহগ্রস্ত পুরুষদের কামনার কাছে বন্দি। উঠে দাঁড়াল সিঞ্জিনা—চললাম হান। এ গোত্রের ক্ষতি করেছি আমি। আকাশের দেবতা আমাকে শাস্তি দেবে। সে শাস্তিই আমি নিতে চললাম। সিঞ্জিনা উঠে চলে গেল গুহামুখের দিকে। বড় পাথরে গুহামুখ বন্ধ। প্রতি রাতেই বন্ধ করে দেয়া হয়। পাথর ঠেলে গুহামুখে দরোজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। তার চলে যাওয়া কেউ লক্ষ করল না। কেবল হানই দেখল। বেরিয়ে এলো সেও। এত গভীর রাতে কোথায় চলল সিঞ্জিনা! তৃণভূমিতে এখন ক্ষুধার্ত নেকড়ে আর তুষার চিতাদের বিচরণ। যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সিঞ্জিনার ওপর। মশাল হাতে তুলে চিৎকার করে ডাকল হান—সিঞ্জিনা! সিঞ্জিনা...কোথায় চলেছ তুমি? গুহায় বল্লম খেলা শুরু হয়েছে। ঝড়ো বাজনা বেজে উঠেছে আবার। যুবক যুবতীদের বাঁধভাঙা আনন্দের হাসি বাতাসে কোলাহল তুলেছে। হানের চিৎকার শুনতে পেল না কেউ। এক হাতের মুঠিতে বল্লম চেপে আর এক হাতে মশাল উঁচু করে আবার সিঞ্জিনাকে খুঁজল হান। সিঞ্জিনাকে দেখা গেল না। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো হানকে। পাশের উঁচু পাহাড় থেকে তীরবেগে কালো একটি ছায়া লাফিয়ে পড়ল নিচে। সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল হিংস্র পশুর শিকার ধরার গর্জন আর সিঞ্জিনার আর্ত-চিৎকার। পিছিয়ে এলো হান। বুঝতে তার আর অসুবিধা হলো না, সিঞ্জিনাকে তৃণভূমির চিতা আক্রমণ করেছে। সিঞ্জিনার আর্ত-চিৎকার ক্রমে দূরে গিয়ে থেমে গেল।

গুহায় ফিরে এলো বিষণ্ন হান। গুহামুখ বন্ধ করে দিল। সিঞ্জিনাকে চিতাবাঘে ধরে নিয়ে যাওয়ার দুঃসংবাদ শুনল সবাই। উৎসবের আনন্দ থেমে গেল পলকে। সিঞ্জিনার মা অগ্নিকুণ্ডের সামনে মাথা ঠুকে বিলাপ করে কাঁদতে থাকল। ধীর পায়ে কুণ্ডের কাছে হেঁটে এলো রুমিতা। হাতের বল্লম উঁচু করল। দলনেত্রী গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলে—শোনো, আমার গোত্রবাসীরা!

আমি দলনেত্রী পবিত্র নারী
তোমাদের জীবন আমার হাতে।
অপদেবতা পূজায় তুষ্ট হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো অমঙ্গল সামনে।

তৈরি হও সবাই। এবার আমাদের দক্ষিণের দেশে যাত্রা। এ আমার আদেশ। সবাই শুনল। সবাই নির্বাক। মশালের কাঁপা আলোয় কেবল তাদের ছায়াগুলো কেঁপে কেঁপে উঠল গুহার দেয়ালে।

পাঁচ

আকাশ ভরে ছড়িয়ে আছে বিষণ্ন ঘোলাটে মেঘ। ধূসর প্রান্তরের ওপর বয়ে চলেছে তীব্র তীক্ষ্ণ শীতের হু হু বাতাস। সারাক্ষণ যেন ঝড়ো ঝাপটার বিলাপে কেঁদে চলেছে কেউ। ভালুকের লোমের পোশাক আর চামরি গাইয়ের চামড়ায় তৈরি পা ঢাকা জুতো পরে হাঁটছে রুমিতা। লোমশ ছাগলের চামড়ায় তৈরি টুপিটা দু'কানের ওপর টেনে দিল সে। বল্লম ধরা হাতের তালু ঠাণ্ডায় জ্বালা করছে। হাত বদল করে অন্যহাতে নিল বল্লম। হাঁটতে-হাঁটতে দূরের পাহাড়ে একবার তাকাল। তুষারপাত শুরু না হতেই পাহাড়ের চূড়াগুলো বরফের টুপি পরে নিয়েছে। নদীর পানির অবস্থা জরিপ করবার জন্যই খাদের দিকে হেঁটে গিয়েছিল রুমিতা। কাল চুনলাই বলছিল নদীর পানি না কি জমে বরফ হয়ে গেছে। কথাটা বিশ্বাস হয়নি রুমিতার। এ সময় তো নদীর পানি জমে বরফ হবার কথা নয়। নদীর স্রোত কখন জমাট বাঁধা বরফ হয়ে ওঠে ছেলেবেলা থেকেই রুমিতার সেটা প্রায় মুখস্থ। বছরের প্রথম তুষারপাতের সময় ঘনিয়ে এলেও নদীটা স্রোত নিয়ে বেঁচে থাকে। শুধু ওপরে বিছিয়ে রাখে বরফ নয় যেন স্বচ্ছ কাচের একটা আবরণ। পাথর ছুড়ে মারলেই সেটা ভেঙে চৌচির হয়। নিচে দেখা যায় টলটলে পানির স্রোত। পানীয় জলের অভাব গুহাবাসীর এ পর্যন্ত তেমন হয়নি। গত শীতেও তো রুমিতা নদী থেকে চামড়ার থলে বোঝাই করে পানি এনেছে। এবার অবশ্য শীত খুব তাড়াতাড়ি এসে গেছে। বাতাসের গতি আর ঠাণ্ডার তীব্রতা দেখে মনে হচ্ছে, শীত এবার প্রচণ্ড দাপট নিয়েই এগিয়ে আসছে। বেশ চিন্তিত মনেই হাঁটছে রুমিতা। এবার অবিশ্বাস্য ব্যাপারই ঘটেছে। তুষারপাতের আগেই জমে গেছে নদীর পানি। রীতিমতো হেঁটে পার হওয়া যায় জমাট বরফের নদী। চুনলাই ভুল বলেনি। পানীয় জলের সমস্যার সমাধান অবশ্য ইতিমধ্যেই মনে মনে করে ফেলেছে রুমিতা। এখন থেকেই নদীর বরফের চাঙড় ভেঙে এনে থলে ভরে রেখে দিতে হবে। এরপর বৃষ্টি নামলে, তুষার ঝরলে সেখান থেকেও পানীয় জল সংগ্রহ করা যাবে। খাদ্য নিয়েও চিন্তিত হবার কারণ নেই। এত খাবার ভাঁড়ারে জমিয়ে রেখে গেছে সিঞ্জিনা তাতে গুহাবাসীর দুটো শীত ভালোভাবেই কেটে যাবে। এখন চিন্তা কেবল ওই দূরের পাহাড়ের অশ্বমানবদের নিয়ে। রুমিতা অবশ্য কিছুদিন আগেই কয়েকজন দুর্ধর্ষ সাহসী শিকারিকে পাঠিয়েছিল ওদের সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর আনবার জন্য। খবর তারা এনে পৌঁছে দিয়েছে। চুনলাইও ছিল ওদের দলে। চুনলাইর কাছ থেকেই আসল খবর পাওয়া গেছে। দু'দিন দু'রাত পাহাড়ে লুকিয়ে থেকে অশ্বমানবদের বসতি দেখে এসেছে। আশ্চর্য! ওই সব লাল মানুষেরা গুহায় থাকে না। চামড়ার তৈরি অনেকগুলো তাঁবুতেই ওদের বসবাস। তাঁবুর সামনে বাঁধা থাকে ওদের পোষমানা ঘোড়াগুলো। ঘোড়ার পিঠে চড়েই ওরা ঘোরাফেরা করে। শিকারে যায়। চুনলাই বলছিল ওরা সম্ভবত এখানে বুনো ঘোড়া ধরার জন্যই এসেছে। শীতের আগেই চলে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে দু'টো দলকে ঘোড়ার পাল নিয়ে উত্তরের দিকে চলে যেতে দেখেছে সে। চুনলাইর দলকে বিস্মিত করেছে ওদের অস্ত্র তৈরির কৌশল। কালো কালো পাথরের তাল আগুনে নরম করে ওরা ধারাল মজবুত অস্ত্র তৈরি করে। গুহাবাসীদের মতো পাথর ঘষে অস্ত্র তৈরি করে না ওরা। ওদের গল্পে অবাক হয়নি কেবল হান। হানই বলছিল— ওই লাল মানুষগুলো সম্পর্কে আমি গুহার পুরনো মানুষদের কাছে শুনেছি। এখান থেকে উত্তর-পূর্বে বড় পাহাড়ের ধারে সমতল তৃণভূমিতে ওরা থাকে। ওখানে পাহাড়ে লোহা পাওয়া যায়। সেই লোহা দিয়ে ওরা অস্ত্র তৈরি করে। ওরাও আগুনের পূজা করে।

রুমিতা হাসছিল—সেই জন্যই কি ওদের শরীর আর চুলের রং আগুনের মতো লাল? আমরাও তো অগ্নি-দেবকে পূজা করি, আমাদের গায়ের রং বাদামি হলো কেন?

—আমাদের দেবতা তো আকাশে থাকে। সেই দেবতাই সৃষ্টি করেছে এই পৃথিবীর পাহাড়। আমরা পাহাড়ের সন্তান। আমাদের আদি মা তো পাহাড়ের ফাটল চিরেই পৃথিবীতে নেমেছিল। তাই আমাদের শরীরের রং বাদামি। হানের যুক্তিটা ভক্তি দিয়েই গ্রহণ করেছিল রুমিতা। তাঁবুর অধিবাসী অশ্বমানবদের নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল গুহায়। চুনলাই বলেছিল—ওদের নারীরা অপরূপ সুন্দরী। তাদের চোখের তারা আকাশের মতো নীল। চুনলাই প্রস্তাব দিয়ে বসেছিল—আমরা ওদের আক্রমণ করলেই তো পারি। যুদ্ধে পরাজিত করে ওদের নারী, ঘোড়ার পাল আর অস্ত্রগুলো লুটে আনতে পারি। সিঞ্জিনার অপমৃত্যুর পর রুমিতা সিঞ্জিনার মতো করেই সব কিছু চিন্তা করে। ভীষণ রেগে গিয়েছিল সে। চুনলাইর কি বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেছে! পবিত্র অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ বাক্য উচ্চারণের কথা সে কি ভুলে গেল! সে কি জানে না এই গুহাবাসী গোত্রের অস্ত্র কেবল গুহার নারী-পুরুষকে রক্ষা করার জন্য; কেবল শিকারের জন্য। অন্যায় রক্তপাতের জন্য নয়? এমন অন্যায় লোভে অন্যকে আক্রমণ করলে আকাশের দেবতা গুহাবাসীর ওপর অসন্তুষ্ট হবে। অমঙ্গল পাঠাবে রুমিতার গোত্রের জন্য। রুমিতার ইচ্ছে হয়েছিল সেই মুহূর্তে চুনলাইকে গুহা থেকে দূর করে দিতে । ওকে ছুড়ে দিতে নেকড়ে দলের মুখে। রাগের তেজ কষ্টে দমন করেছিল রুমিতা। রাগ দমন করতে সে এখন শিখে ফেলেছে। গোত্রের মানুষদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করতে শিখেছে। সে তো এখন দলনেত্রী। গোত্রের মানুষদের রক্ষা করার জন্য মঙ্গল চিন্তা ছাড়া আর কিছু সে এখন ভাবতে পারে না। গোত্রের যুবক পুরুষদের মধ্যে চুনলাই এখন প্রিয় প্রেমিক। অচেনা সুন্দরী নারীদের জন্য চুনলাইয়ের আকর্ষণ রুমিতাকে ক্ষুণ্ন করেছিল সন্দেহ নেই। তবুও রুমিতা ওকে ক্ষমা করেছে। গম্ভীর উপদেশ ধ্বনিত হয়েছে তার কণ্ঠে— চুনলাই। তোমার হাতের অস্ত্র নারীকে রক্ষা করার জন্য। নারীকে নির্যাতন করার জন্য নয়। পায়ের তলায় বরফের কুচি গুঁড়িয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এখন মৃদু হাসির ঝিলিক তুলল রুমিতা। রুমিতা যে আগের মতো তরল উচ্ছল তরুণী নয়, ধীরস্থির বিচক্ষণ বুদ্ধিমতী এক নারী, বুঝিয়ে দিয়েছিল। কেবল চুনলাইকে নয়, গুহার সব মানুষকে। পথের ধারে পাহাড়ের শরীর ঢালু হয়ে গড়িয়ে গেছে নিচে। সেখানে কাঁটা ঝোপের লালচে ডালপালা হাওয়ার ঝাপটার সঙ্গে যুদ্ধরত। ঝোপের পেছন থেকে আচমকা উঠে এলো হান। হাতে ঝুলছে তার গোটা কয়েক ধাড়ি মেঠো ইঁদুর আর কয়েকটা মরা খরগোশ। রুমিতাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল হান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকারগুলো তুলে দেখাল, বলল-মেঠো ইদুরগুলোকে এক গর্তের মধ্যেই পেয়ে গেলাম। বছরের এই সময়টাই মেঠো ইঁদুর আর খরগোশ শিকারের মৌসুম। শীতের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করলেই মেঠো ইঁদুর আর খরগোশের দল গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেয়। গুহার ছেলেমেয়ের দল তখন গর্ত খুঁজে ওগুলো শিকার করে আনে। প্রতিবছর সিঞ্জিনাই পাঠায় ইঁদুর শিকার করতে। এবার রুমিতা সেটা ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু হান ঠিকই মনে রেখেছে। খরগোশগুলো বেশ মোটাতাজা। সেগুলোর শরীরে হাত বুলিয়ে হাসল রুমিতা-হান! আমি কিন্তু এই শিকারের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বল্লম পাথরের ওপর নামিয়ে রেখে টেনে বড় নিশ্বাস নিল হান। খুব ক্লান্ত আর অসুস্থ দেখাচ্ছে তাকে—এতক্ষণে লক্ষ্য করল রুমিতা। উদ্বিগ্ন চোখে প্রশ্ন করল—কী হয়েছে হান? তুমি এমন হাঁপিয়ে গেছ কেন? পাথরের ওপর বসে পড়ল হান। তার পোড় খাওয়া মুখে যন্ত্রণা আর দুশ্চিন্তার ছাপ। হানের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল রুমিতা। গোত্রের এই একটি পুরুষের কাছে এলেই রুমিতা শিশুর মতো হয়ে যায়। নিজেকে স্নেহপ্রার্থী বালিকা মনে হয়। হান যেন তাকে সব সময় স্নিগ্ধ ছায়া দিয়ে প্রখর রৌদ্রতাপ থেকে আড়াল করে রেখেছে। সিঞ্জিনার অপমৃত্যুর পর থেকে রুমিতার সব কাজে হান থাকে তার পাশে। এই তো দু'দিন আগেই রুমিতা দক্ষিণে যাত্রা করার আয়োজন নিয়ে গোত্রের সকলের সঙ্গে আলাপ করছিল, তখন হান ছিল তার পাশেই। দক্ষিণে যাত্রার পরিকল্পনা রুমিতা গুছিয়ে ফেলেছে। প্রথমে দলে কয়েকজন শিকারি যাত্রা করবে। এক দিনের পথ শেষ করে তারা একটি নিরাপদ গুহা খুঁজে রেখে ফিরে আসবে। শীতের শেষে প্রথমে একদল সেখানে যাবে। কিছু খাদ্যসামগ্রী রেখে আসবে। দু'জন থাকবে পাহারায়। যারা ফিরবে তারাই পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে গুহাবাসী একদলকে। কিছুদিন পরে অন্য সবাই সেখানে গিয়ে পৌঁছবে। এমন ভাবেই দলে দলে ভাগ হয়ে যাত্রা শুরু হবে।

রুমিতার প্রস্তাব সবাই আনন্দিত মনে মেনে নিয়েছিল। হান সেদিনই প্রথম রুমিতাকে বলল, আর আমার চিন্তা নেই। রুমিতা আমাদের উপযুক্ত দলনেত্রী হয়ে উঠেছে। সিঞ্জিনার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমতী আমাদের নতুন দলনেত্রী। রুমিতা একসময় হানের কাছে এলো, বলল রুমিতা কেন উপযুক্ত দলনেত্রী হতে চায় জান না? সে যে তোমারই মেয়ে।

হানই এ গোত্রের বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরুষ, গুহার আর সকলের মতো রুমিতাও সেটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। বিশ্বাসটা নিয়ে সে গর্বিতও হয়। এখন হানকে পরিশ্রান্ত বিধ্বস্ত দেখে ভয় পেল সে। এতক্ষণে হানের পায়ে দৃষ্টি পড়ল। চমকে উঠল রুমিতা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে হানের পা। চামড়ায় ঢাকা জুতো ভিজে উঠেছে। হানের পায়ের কাছে বসে পড়ল রুমিতা। কী করে পায়ে আঘাত পেলে? যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ করে হান বলল—লাল মানুষেরা বর্শা ছুড়ে মেরেছে। পায়ের ক্ষতস্থান দেখিয়ে দিল। শিকার ধরে ফিরবার সময় শত্রুদের নাগালে পড়েছিল হান। লোমশ হাতিকে তাড়িয়ে নিচ্ছিল একদল অশ্বারোহী লাল মানুষ। উঁচু পাহাড়ের জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে লোমশ হাতির পাল তৃণভূমিতে নামে। শীতের আগেই তারা দল বেঁধে পুব-দক্ষিণে নেমে যায়। বিশাল দেহ প্রাণীগুলো যখন পাহাড়ে ভূমিকম্পের কাঁপন তুলে দলবেঁধে চলে গুহাবাসীরা তখন গুহায় লুকিয়ে পড়ে। দলবদ্ধ জীবগুলো দূরে চলে গেলে, তারা বিপদ দূর করার জন্য পাহাড়ের দেবতার পূজা করে। গত কয়েক বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতির পাল এ পথে নামেনি। গুহার মানুষেরা নিশ্চিন্তই ছিল। অনেকদিন পরেই তাদের দেখা গেছে, অশ্বমানবেরা দলছাড়া একটি হাতিকে ধাওয়া করে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল তৃণভূমিতে।

অশ্বারোহী বাহিনীর একজন ছিল সবার পিছে। সেই দেখে ফেলেছিল হানকে। হান তখন রুদ্ধশ্বাসে ছুটে আসছিল গুহার দিকে। সেই সময়েই তাকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত বর্শার ধারাল ফলা বিঁধে গেল হানের পায়ের মাংসপেশিতে। সেটা টেনে খুলে ফেলেই ছুটেছে হান। কিছুটা দূরে এসে বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ায় বর্শা নিক্ষেপকারী আর খুঁজে পায়নি হানকে। ঘোড়া নিয়ে ফিরে গেছে। সারাটা দিন প্রায় সেখানেই লুকিয়ে ছিল হান। হাতি শিকারের শোরগোল আর ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর সে ঘাস বনের আড়াল দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে এসেছে। হানকে ধরে গুহায় নিয়ে এলো রুমিতা। মুহূর্তে ভিড় জমে গেল তাকে ঘিরে। অশ্বমানবদের হাতি শিকারের ঘটনা শুনল সবাই। উত্তেজিত আলোচনা চলল কিছুক্ষণ। হাচিনি বলল— আমাদের আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। ওই বিরাট প্রাণী হাতিকে তাড়িয়ে যারা শিকার করে তারা নিশ্চয়ই আরো অনেক বেশি শক্তিশালী। কুমিং বুড়ি অসুখ-বিসুখ ছেঁড়া-কাটার চিকিৎসা জানে। নানা রকম গাছের পাতা শিকড় দিয়ে ওষুধ তৈরি করে। গাছের পাতার চূর্ণ আর শিকড়ের রসের প্রলেপ লাগাচ্ছিল হানের পায়ে কুমিং বুড়ি। হাচিনির কথায় ক্ষেপে উঠল—আমাদের গুহার শিকারি পুরুষেরা দুর্বল হয়ে গেছে নাকি যে আমরা ভয় পাব? হানের পায়ে জড়াবার জন্য চামড়ার পট্টি তৈরি করছিল চুনলাই, মুখ তুলল সে—না দুর্বল হয়নি। তবে আমাদের অস্ত্রের শক্তির চাইতে ওদের অস্ত্র অনেক শক্তিশালী। ওদের মতো অস্ত্র আমাদের চাই। ওই অস্ত্র আমরা তৈরি করবই। দেখে নিও তোমরা।

রুমিতা সবার মন্তব্যই শুনল। বলল না কিছু। শীতের হিমেল বাতাসের ঝাপটা যেন একটার পর একটা দুঃসংবাদ এনে পৌঁছে দিচ্ছে। যেন রুমিতাকে বিপদগ্রস্ত করবার জন্য নদী বরফে জমাট বেঁধেছে, অকালে এগিয়ে আসছে ভয়াবহ শীত, ছুটে আসছে অপরিচিত অশ্বমানব আর হাতির পাল। হানের আহত হওয়াতে অসহায় বোধ করল রুমিতা। সে একা কি পারবে গোত্র রক্ষা করতে? যদি ব্যর্থ হয় তবে কি তারও পরিণতি হবে সিঞ্জিনার মতো অপমৃত্যুতে!

সন্ধ্যায় আরেকটি দুঃসংবাদ এলো। গুহার কিছু যুবক গিয়েছিল জ্বালানি কাঠ আনতে জঙ্গলে। আতঙ্কের খবর নিয়ে ফিরল তারা। সশস্ত্র একদল অশ্বারোহী লাল মানুষদের গুহার কাছাকাছি তৃণভূমিতে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে তারা। হয়তো ওরা গুহা আক্রমণ করবে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রুমিতা। যুদ্ধের ডংকা বাজিয়ে দিল—প্রস্তুত হয়ে যাও যোদ্ধারা। ওরা আক্রমণ করলে আমরা যুদ্ধ করব।

সারা পড়ে গেল গুহায়। সারা রাত চলল অস্ত্র ধার দেয়া। দড়িতে পাথর বাঁধার জন্য পাথর ঘষা, মশাল তৈরি। ধনুকের তীর ধারাল করায় ব্যস্ত রইল পুরুষেরা। সারা রাত যুদ্ধের গান গাইল নারীরা। বয়সী নারীরা অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে দেবতার সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করল।

অসুস্থ হানের পাশে বসে রুমিতা গোত্রের নিরাপত্তা চিন্তায় উদ্বিগ্ন রাত কাটাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোরের আলো স্বচ্ছ গুহার বাইরে এলো সে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তীক্ষ্ণ শিস বাজিয়ে তৃণভূমিতে ছুটে বেড়াচ্ছে হিমেল বাতাস। স্থির শান্ত ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে দূরের পাহাড়, বনানী, দিগন্ত ছোঁয়া প্রান্তর। শিশুকাল থেকে যেমন দেখে এসেছে রুমিতা, ঠিক তেমনি আছে সব। দূরের পাহাড়ে তাকাল রুমিতা। কোনো মানুষ বা অশ্বের চলাচল চোখে পড়ে না। নিশ্চিন্ত স্বস্তিতে গুহায় ফিরল সে।

কুমিং বুড়ির চিকিৎসায় তিন দিনেই সুস্থ হয়ে হাঁটল হান। আর সেদিনই চুনলাই গুহা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল—যত দিন লাল মানুষদের অস্ত্রের মতো অস্ত্র তৈরি করার লোহা খুঁজে না পাব, তত দিন ফিরব না, পাথরের অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই। সবাই নিষেধ করল। রুমিতা বাধা দিল। সব নিষেধের বাধা অগ্রাহ্য করল চুনলাই। এ ক'দিন সে যেন ছিল উন্মাদ। কেবলই বলেছে—অস্ত্র চাই। লোহার তৈরি ধারাল অস্ত্র চাই। সিঞ্জিনা আর রুমিতার কথা শুনলে চলবে না। আমি পুরুষ। বাঁচার জন্য, বাঁচাবার জন্য অস্ত্র চাই। উন্নত অস্ত্র। মেঘলা দুপুরে বৃষ্টির ঝাপটার মধ্যে বেরিয়ে গেল চুনলাই।

কুমিং বুড়ি আর একবার মাথা কুটে বিলাপ করল—আহারে আমার সন্তানেরা...এমন করেই শেষ হবে...। অনেকে বলাবলি করল চুনলাই পাগল হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হান—অস্ত্রের নেশা মানুষকে পাগল করে দেয়। চুনলাইও পাগল হয়ে মরতে চলল।

চুনলাইর পরিণতি যেন জীবন্ত হয়ে উঠল রুমিতার সামনে। তুষার ওড়া ঘোলাটে সন্ধ্যায় মশালের আগুন আর পাথরের বল্লম নিয়ে একা হিংস্র নেকড়ের পালের সঙ্গে যুদ্ধে রক্তাক্ত হচ্ছে গোত্রের সাহসী শিকারি চুনলাই। তার প্রিয় প্রেমিক চুনলাই। দু'চোখ ভিজে উঠল রুমিতার। চোখ মুছে ফেলল সে। সে তো কেবল চুনলাইর নয়। সবার। রুমিতা এখন তাঁর চরম সিদ্ধান্তটি দৃঢ়শব্দে উচ্চারণ করল—আমাদের গোত্র নেত্রী সিঞ্জিনা অমঙ্গলের সংকেত পেয়েছিল, তাই সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল দক্ষিণে চলে যাওয়ার জন্য। সে ভুল করেনি। একের পর এক অমঙ্গল এগিয়ে আসছে। ক্ষতি হচ্ছে আমাদের। আমরা অপেক্ষা করব না। আমাদের খাদ্য রসদ সব সঙ্গে নিয়ে কালই আমরা বেরিয়ে পড়ব...সবাই তৈরি হয়ে যাও। শুনল হান নিঃশব্দে। এবার আর সে প্রতিবাদ করল না। পরদিন যাত্রা করা গেল না বৃষ্টির জন্য। তিন দিন পরে মেঘ কাটল। সূর্য ম্লান আলো নিয়ে উঁকি দিল পাহাড়ের চূড়ার ওপর। পুরনো আশ্রয় ছেড়ে গুহাবাসীরা যাত্রা করল অনিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। অভিযাত্রী দলের আগে-পিছে রয়েছে সশস্ত্র সাহসী মশালধারী যুবকেরা। সবার পেছনে রুমিতা। হাতে তার পবিত্র অগ্নিকুণ্ডের আগুনের মশাল। আবহাওয়া ভালো। আকাশ মেঘমুক্ত। একদিনের পথ পেরোলেই পাওয়া যাবে নিরাপদ গুহা, নিশ্চিত বিশ্বাস রুমিতার। পায়ের চাপে বরফ চূর্ণ করে হাঁটছে সবাই। পবিত্র সংগীত সবার কণ্ঠে—

পাহাড়ের ফাটল চিরে
নারী এলো মর্তে...
সেই নারী...
সেই পবিত্র নারী...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ধাত্রী
আদি জননী নারী...

বন্ধুর পার্বত্য পিচ্ছিল পথ, বরফের নদী পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে নারী-পুরুষেরা কুমিং বুড়িকে গাছের ডালে বাঁধা চামড়ার আসনে বসিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে শক্তিশালী দুই যুবক। রসদবাহীর দল চলেছে দলের প্রথম সারিতে। তারপর নারী আর শিশুরা। ছোট শিশুদের পিঠে বেঁধে নিয়েছে মায়েরা। সিঞ্জিনার ছোট শিশুটিকে বুকে রেখে হাঁটছে হাচিনি।

এগিয়ে চলল গুহাবাসীর দল। পেছনে দিগন্ত ছোঁয়া তৃণভূমিতে বিলাপ করে ফিরল নিঃসঙ্গ বাতাস। সূর্য মধ্য আকাশে পৌঁছলে একটি মালভূমিতে যাত্রা বিরতি হলো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার শুরু হবে চলা। একটানা সন্ধ্যা পর্যন্ত আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে খাবার তৈরির আয়োজনে ব্যস্ত দলের বৃদ্ধ আর প্রৌঢ়রা। যুবতী মায়েরা তাদের সন্তানকে বুকের দুধ পান করাচ্ছে। সাহসী শিকারি যোদ্ধারা রয়েছে চারদিক ঘিরে সতর্ক পাহারায়। বালক-বালিকাদের ছোটাছুটি কলরবে সজীব পাহাড়ি দুপুর। রুমিতা এসে দাঁড়াল মালভূমির প্রান্তে। সামনে দৃষ্টি অবরোধ করা পাহাড়ের ঢেউ। দূরে বিশাল উত্তুঙ্গ সাদা চূড়া নীল আকাশের বুকে মাথা তুলে আছে। রুমিতা নতুন কথা ভাবছিল। চুনলাইর মতো সেও এখন ভাবল গোত্র রক্ষা করতে উন্নত অস্ত্র চাই।

দক্ষিণের পথের হিসাব ভুলে অস্ত্রের চিন্তায় নিমগ্ন হলো রুমিতা। আগুনের কুণ্ডের এক পাশে বিশ্রাম নিচ্ছে হান। উঁচু-নিচু পথে চলায় তার আহত পা আবার টন-টন করছে। আধবেলার হাঁটাতেই সে ক্লান্ত। দুই পা মেলে শুয়ে পড়ল সে। শ্রান্তিতে তন্দ্রা নেমে এলো চোখে। আচমকা প্রচণ্ড কোলাহলের আঘাতে তন্দ্রার আচ্ছন্নতা কেটে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘোড়ার খুরে ঝড় তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে সেই অশ্বারোহী লাল মানুষেরা। পলকে প্রলয় ঘটে গেল। নিহত হলো নারী-পুরুষ শিশু আর বয়সী মানুষেরা। লুট হলো শীতের রসদ। লুণ্ঠিত হয়ে নির্যাতিত হলো নারীরা। হত্যাযজ্ঞ শেষে রক্তমাখা বর্শা ফলক আর সঞ্চিত রসদ লুটে নিয়ে উল্লাসে ফিরে গেল অশ্বারোহী লাল দস্যুরা।

ছয়

ধূসর আকাশ আর বরফাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে হেঁটে চলেছে কিছু মানুষ দক্ষিণের দেশের সন্ধানে। নিঃশব্দে উড়ে উড়ে ঝরে পড়ছে তুষার। তুষারের ঝাপটা অগ্রাহ্য করে তারা এগিয়ে চলেছে। সূর্যহীন বরফাচ্ছন্ন সাদা পর্বতশ্রেণী ক্রমে কালচে ছবি হয়ে উঠছে। রাতের আগেই তাদের খুঁজে পেতে হবে কোনো গুহা। কোনো নিরাপদ আশ্রয়। তারা জানে বরফে আঁকা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ছুটে আসছে হিংস্র নেকড়ের দল। জানে পদে পদে তাদের অনুসরণ করছে মৃত্যু। ক্ষুধা, তুষার ঝড়, হিংস্রপ্রাণী আর হিংস্র মানুষেরা। তবু তারা এগিয়ে চলেছে। দলের সামনে মশাল হাতে হাঁটছে হান। তুষারের কণা তার চুলে দাড়িতে চোখের পাতায় আটকে যাচ্ছে। দুই হাত অসাড়, দৃষ্টি আচ্ছন্ন, পা ফেটে রক্ত ঝরছে। এক হাতে মশালের আলো, আরেক হাতে বল্লম তুলে তবু সে গাইছে...

সেই নারী
সেই পবিত্র নারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে অপবিত্র হাতে
ছিঁড়ে নিল
অপবিত্র পুরুষেরা
তাকে ছুড়ে দিল খাদে
তার আবরণ হীন
খোলা শরীরের
কলঙ্কিত দাগ
মুছে নিল বরফের
নদী...

গান গাইতে-গাইতে রুদ্ধ হলো হানের কণ্ঠ। সে যেন দেখতে পাচ্ছে একদল লাল মানুষের পাশবিক আনন্দ চরিতার্থের জঘন্য দৃশ্য। রক্ত ঝরছে রুমিতার কোমল শরীর ফেটে। নিষ্ঠুর ভোগের আনন্দ মিটিয়ে লাল মানুষেরা বর্শায় গেঁথে তাকে ছুড়ে দিল খাদের গভীরে।

আবার সুর উঠল হানের কণ্ঠে—

হে নারী।
আমাদের পবিত্র প্রিয় নারী
আকাশের দেবতা
তোমাকে এখন দেখছে।
তুষার পরীরা তোমার দেহ
আবরণে ঢেকে দিচ্ছে—
শীতের বাতাস
তোমার জন্য কেঁদে ফিরছে।
নারী ভালোবাসা,
নারী পবিত্র,
নারীই জীবন,
আমাদের ধাত্রী...
তুমি জেগে ওঠো।

গানের সুর মৃদু কান্না হয়ে ক্রমে হারিয়ে গেল দূরে... দূরান্তে। অভিযাত্রীরা আগুন আর পবিত্র সংগীত নিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। শুধু চরাচরজুড়ে ব্যাপ্ত হলো তীক্ষ্ণ বাতাসের তীব্র চাবুক হানার শব্দ। সে শব্দ প্রতিবাদের বিলাপ হয়ে আঘাত করে চলল মৌন নিস্তব্ধ পাহাড়ে-পাহাড়ে। প্রতিধ্বনি তুলল—ভালোবাসাই তোমার অস্ত্র...

হে নারী, পবিত্র নারী।
আমাদের ধাত্রী...
তুমি জেগে ওঠো।

গভীর খাদের তলদেশে। নিক্ষিপ্ত রুমিতার অপমানিত মৃতদেহ অবিরাম তুষারপাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমে ঢাকা পড়ে গেল। শুধু জেগে রইল শূন্যে উঁচু হয়ে থাকা বল্লম ধরা তার একটি হাত। পিতার স্নেহের অশ্রুবিন্দুর মতো সেখানে খুব সন্তর্পণে মৃদু শব্দে ঝড়ে পড়তে থাকল শুভ্র তুষারের ফোঁটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~